



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
অংশগ্রহণকারী: এসএসসি পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকবৃন্দ

বিষয়: অর্থনীতি

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্ত করার প্রবণতা থেকে সরিয়ে এনে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝে আত্মস্থ করা, বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা এবং কোন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। তাই প্রশ্ন প্রণেতা এবং প্রশ্ন পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শিক্ষা বোর্ডসমূহের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম।

২০০৮ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালের পর প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকগণের অবসরে চলে যাওয়া ও প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে দক্ষ প্রশ্ন প্রণেতা ও প্রশ্ন পরিশোধনকারীর সংকট তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২৬ সাল থেকে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মূল্যায়ন কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। তাই বিভিন্ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ের প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধকগণের জন্য ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ৩টি কর্মশালার মাধ্যমে এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ের ২১টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রতি বিষয়ে ১০জন বিষয় শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের দীর্ঘদিনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছেন। ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং স্কুল ও মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রতিও জানাই কৃতজ্ঞতা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি যাবতীয় ব্যয় বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি নির্বাহ করছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

প্রত্যাশা করা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এসএসসি/দাখিল পর্যায়ে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও মূল্যায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। আমি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।



(প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির)

সভাপতি

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

ও

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবি	
১	প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	আহবায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়)	সদস্য
৩	জনাব মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক)	সদস্য
৪	জনাব মোঃ ইমদাদ জাহিদ	উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৫	জনাব জেসমিন তাসলিমা বানু	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ)	সদস্য সচিব

ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি
১	জনাব মোঃ খালিদ হোসেন	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ফোকাল পয়েন্ট)
২	জনাব মোঃ আলী হাসান	অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ
৩	জনাব সালমা আক্তার	অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান
৪	জনাব লিপিকা রানী সাহা	সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
৫	জনাব রনজিত কুমার সরকার	সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন
৬	জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
৭	জনাব মুহাম্মদ আসলাম খালেদ	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা
৮	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি

প্রশিক্ষণ সূচি			
দিবস	অধিবেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০:৩০	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
দ্বিতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
তৃতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো
চতুর্থ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
পঞ্চম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
ষষ্ঠ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন

প্রতিদিন

- সকালের চা ১০: ৩০ - ১১: ০০
- দুপুরের খাবার ও বিরতি ০১: ০০ - ০২: ০০
- বিকালের চা ০৪: ৪৫ - ০৫: ০০

সূচিপত্র

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী		i	
ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি		iii	
ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ		iii	
প্রশিক্ষণ সূচি		v	
সূচিপত্র		vi	
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা		vii	
	প্রশিক্ষণের বিষয়	পৃষ্ঠা	
১.	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম	১	
২.	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ	৫	
৩.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা	৯	
৪.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন	১২	
৫.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো	১৪	
৬.	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন	১৭	
৭.	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন	২১	
৮.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন	২৩	
পরিশিষ্ট			
৯.	পরিশিষ্ট: ক	শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৯
১০.	পরিশিষ্ট: খ-১	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	৩১
১১.	পরিশিষ্ট: খ-২	মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল	৩২
১২.	পরিশিষ্ট: গ	শিখনফল ম্যাপ	৩৬
১৩.	পরিশিষ্ট: ঘ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়	৩৭
১৪.	পরিশিষ্ট: ঙ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ	৪০
১৫.	পরিশিষ্ট: চ	উদ্দীপক তৈরিতে নেতিবাচক বিষয় পরিহার সংক্রান্ত পরিপত্র	৪১
১৬.	পরিশিষ্ট: ছ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	৪২
১৭.	পরিশিষ্ট: জ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ	৪৪
১৮.	পরিশিষ্ট: ঝ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক	৪৭
১৯.	পরিশিষ্ট: ঞ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক	৪৮
২০.	পরিশিষ্ট: ট	সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ	৪৯
২১.	পরিশিষ্ট: ঠ	সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৫২
২২.	পরিশিষ্ট: ড	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ	৫৪
২৩.	পরিশিষ্ট: ঢ	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৫৫
২৪.	পরিশিষ্ট: ণ	পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন	৫৬

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Aptitude Test	প্রবণতা বা ঝাঁক নিরূপন অভীক্ষা: কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ঝাঁক বা প্রবণতা নিরূপন। যেমন, গণিত শেখানোর প্রতি প্রবণতা নিরূপন।
Application	প্রয়োগ: পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সক্ষমতা।
Analysis	বিশ্লেষণ: কোন ধারণা বা বস্তু বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত এবং উপাদানসূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।
Assessment	কৃতিত্ব যাচাই: পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমাণ নির্ধারণ।
Assessment Instrument	মূল্যায়ন উপকরণ: শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই করার জন্য যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-প্রশ্নপত্র, নির্দেশনা, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।
Backwash Effect	কোন কাজের ফলাফলের প্রভাব: যেমন শিখন-শেখানোর উপর পরিচালিত অভীক্ষার ফলাফলের প্রভাব।
Class Test	শ্রেণি অভীক্ষা: পাঠ্যসূচির কোনো পরিচ্ছেদ, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অধ্যায় বা কোনো ইউনিটের শিখন-শেখানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জানার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা।
Comprehension	অনুধাবন: কোন বিষয়বস্তু থেকে অর্থ তুলে ধরতে পারা। নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুবাদ ইত্যাদি।
Constructivism	গঠনবাদ: শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন বিষয়ক তত্ত্ব। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা গঠন।
Correlation	সহ-সম্পর্ক: দুটি চলক এর মধ্যে সম্পর্ক। একটির পরিবর্তন হলে যদি অপরটিরও পরিবর্তন হয় তা হলে বলা হয় চলক দুটির মধ্যে সহ-সম্পর্ক আছে। পরিবর্তন একই দিকে অথবা বিপরীত দিকে হতে পারে। যেমন-এসএসসি পরীক্ষায় (লিখিত পরীক্ষা) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একই দিকে সহ-সম্পর্ক থাকা প্রাসঙ্গিক।
Criterion Referenced Interpretation	পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ডের বিচারে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব বিশ্লেষণ।
Curriculum	শিক্ষাক্রম: শিক্ষার কোন পর্যায়ের বা বিষয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা।
Evaluation	মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীর অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ ইত্যাদি) মাত্রা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান।
Examination	পরীক্ষা: শিক্ষার্থীরা কাগজ কলম ব্যবহার করে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পরীক্ষার একটি আনুষ্ঠানিকতা থাকে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় (সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা)।
Feedback	ফলাবর্তন: কোন কিছু মূল্যায়ন বা পরীক্ষণের পর এর ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া। যেমন- ক্লাস পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া।
Follow-up	শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট বা কোন কাজ করতে দেওয়ার পর শিক্ষক কর্তৃক তাদের কাজের গতিধারা ও স্বরূপ পরীক্ষণ (মনিটর) করা।
Formative Assessment	গঠনকালীন মূল্যায়ন: শিখন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনের মানোন্নয়ন।
Higher Order Thinking Skills	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা: বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনশীল দক্ষতা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।
Intellectual Skill	বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা: শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধা সম্পর্কিত দক্ষতা। এতে অর্ন্তভুক্ত হয় তথ্য স্মরণ করার সামর্থ্য। কোনো বিষয় বুঝেছে কি না তা প্রকাশ করার দক্ষতা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা। কোনো বিষয়বস্তু/যন্ত্রপাতি বিভিন্ন উপাদানে/অংশে বিভক্ত করা, এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং উপাদান/অংশসমূহ একত্রিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার/সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। সৃষ্টি/সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করার এবং মতামতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের পারদর্শিতা।

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Item Facility Index	প্রশ্নপত্রের পদের (Item) কাঠিন্য-মাত্রা: এটি হচ্ছে সঠিক উত্তরদাতা ও মোট উত্তরদাতার অনুপাত। একটি নির্দিষ্ট পদ কতটুকু কঠিন হয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Item Discrimination Index	প্রশ্নপত্রের পদের বিভেদকরণ মাত্রা: প্রশ্নপত্রের একটি নির্দিষ্ট পদের সঠিক উত্তরের প্রেক্ষিতে বেশি নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং কম নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তুলনা। উচ্চ মেধা সম্পন্ন এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য করেছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Ipsative Referenced Interpretation	শিক্ষার্থীদের আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রেটিং স্কেলের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
Knowledge	জ্ঞান: তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, ধারণা, ইত্যাদি জানা এবং স্মরণ রাখা।
Learning Outcome	শিখনফল: পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।
Leniency in Marking	নম্বর প্রদানে উদারতা: শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে কৃতিত্বের চেয়ে বেশি নম্বর প্রদান এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা। এর ফলে মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
Marking Scheme/Rubrics	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা: শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
Measurement	পরিমাপ: শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ে ব্যবহৃত ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত (সংখ্যাবাচক)।
Moderation	পরিশোধনঃ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করা।
Norm Referenced Interpretation	পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর সাথে আরেকজন শিক্ষার্থীর তুলনা। যেমন- এইচএসসি/আলিম/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রেড প্রদান।
Randomization of Script	উত্তরপত্র নমুনায়ন: দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র নির্বাচন।
Raw Score	অশোধিত নম্বর (Raw Score) শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর।
Reliability	নির্ভরযোগ্যতা: একাধিকবার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি
Specification Grid	নির্দেশক ছকঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ছকে দক্ষতা ও অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নের পদ (Item) বন্টন বা বিন্যাস।
Standardization	আদর্শায়ন/প্রমিতকরণ: পরীক্ষায় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর Raw Score পরিসংখ্যানের সূত্র প্রয়োগ করে আদর্শ নম্বরে রূপান্তরকরণ।
Statistical Moderation	পরিসংখ্যানিক পরিশোধন: পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে এক রকম ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা।
Summative Assessment	সামষ্টিক মূল্যায়ন: কারিকুলাম/সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষে একটি দীর্ঘ সময় পরে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন (যেমন-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষা, এইচএসসি, আলিম, এসএসসি পরীক্ষা, দাখিল পরীক্ষা)।
Synthesis	সংশ্লেষণ: কোন কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূলভাব বা সারকথা নির্ধারণ।
Syllabus	পাঠ্যসূচি: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বরের তালিকা।
Validity	যথার্থতা: যা পরিমাপ করার কথা তা কতটা করা গেছে, নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় ঐ প্রশ্নপত্র দ্বারা তা কতটা পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-১
(০৯:০০ - ১০:৩০)

প্রশিক্ষণের বিষয় : মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় (পরিশিষ্ট 'ক')। এই উদ্দেশ্যসমূহ কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (পরিশিষ্ট 'খ-১')। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল (পরিশিষ্ট 'খ-২')। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কারিকুলামেও পরিবর্তন আনা হয়। আর তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে দেশ পিছিয়ে পড়ে। আবার কারিকুলাম যুগোপযোগী করলেই হবে না, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হবে।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল (Cognitive Domain- বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Psychomotor

Domain- মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

মস্তিষ্ক সচল বা চিন্তা করার দক্ষতার প্রাথমিক স্তর হলো মুখস্থ বা জ্ঞান (Knowledge), এর পর অনুধাবন (Understanding), প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)।

হৃদয় সচল (Affective Domain) এর সাথে শিক্ষার্থীর আবেগের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত, যেমন- অনুভূতি, মূল্যবোধ, প্রশংসা, উদ্দীপনা, প্রণোদনা এবং মনোভাব।

Affective Domain – এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

Receiving : সচেতনতা, শোনার প্রতি আগ্রহ যেমন শ্রদ্ধাসহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা।

Responding : সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

Valuing : কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন- ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসাবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।

Organizing : বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন- স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা।

Internalizing : এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে উঠা।

Psychomotor Domain : এর সাথে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া/গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র/বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরনের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে এ দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

Psychomotor Domain - এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

Imitation : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন- ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন- ভিডিও প্রযোজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization: কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- তেমন কোন চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

শিক্ষক শ্রেণিতে শুধু বক্তব্য প্রদান করলে এবং কেবল কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হলে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। মূলত শিক্ষকগণকে কারিকুলাম এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও অনুধাবনে যত্নশীল হতে হবে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের পর সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিকুলাম প্রেরণ ও বিস্তরণ করে থাকে।

শিখনফল এবং শিখনফল ম্যাপ

- একটি বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থী কী শিখন অর্জন করবে তার প্রত্যাশাই শিখনফল। অর্থাৎ একটি বিষয়বস্তুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থী কী শিখতে পারবে/দক্ষতা অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। অস্পষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোন বিষয়ের অধ্যয়নগুলোর মধ্যে যে শিখনফল দেয়া থাকে তার অনেকগুলোই রূপগতভাবে সাধারণ। সাধারণ শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করা যায়। শিখনফলগুলো যতো সুনির্দিষ্ট হবে মূল্যায়ন ততো যথার্থ হবে। প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম (এখানে শুধু চিন্তন ক্ষেত্রে বিবেচ্য) তা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বের করে আনা যাবে।
- একজন শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখনফল কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্যই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। শিক্ষাক্রমে একটি বিষয়ের যতগুলো শিখনফল অন্তর্ভুক্ত থাকে তার সবগুলোই একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এজন্য প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল হয় তা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করাও একজন প্রশ্নপ্রণেতার গুরুদায়িত্ব।
- শিখনফল ম্যাপ হচ্ছে এমন একটি ছক যেখানে একটি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কোন শিখনফলটি যাচাইয়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকে। এই ছকের সর্ববামের কলামে (Column) শিখনফলের নম্বর (শিক্ষাক্রম অনুযায়ী) এবং সর্বোচ্চ সারিতে (Row) অধ্যায় উল্লেখ থাকে। প্রতিটি সেলে একটি বহুনির্বাচনি অথবা সৃজনশীল প্রশ্নের কোন একটি অংশের ক্রমিক নম্বর (প্রশ্নপত্র অনুযায়ী) উল্লেখ করতে হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) কোন অধ্যায়ের কোন শিখনফল যাচাইয়ের জন্য করা হয়েছে তা একনজরে দৃশ্যমান হয়। এর মাধ্যমে একই শিখনফল ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি যেমন রোধ করা যায় তেমনি শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নসেট তৈরি করা সম্ভব হয়। **পরিশিষ্ট 'গ': শিখনফল ম্যাপ**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কাজ-১: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণের উত্তরের সূত্র ধরে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সমবেত আলোচনায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- কোনো প্রশিক্ষণার্থীর ধারণাগত ঘাটতি থাকলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আদায়ের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলে আলোচনা করে **পরিশিষ্ট 'ঘ'** থেকে ৫/৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, **পরিশিষ্ট 'ড'** থেকে ৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (বাংলা ১ম পত্রের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক প্রশ্ন) এবং **পরিশিষ্ট 'ট'** থেকে ২টি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের শিখনফল চিহ্নিত করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিখনফল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর নম্বর শিখনফল ম্যাপের **(পরিশিষ্ট 'গ')** সংশ্লিষ্ট ঘরে লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময় বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ওভারল্যাপিং ও কনটেন্ট কভারেজ বিষয়টির গুরুত্ব আলোচনা করবেন;

প্রথম দিবস: অধিবেশন-২
(১১:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন; • বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, “প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থ বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া।” জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি/সমমান, দাখিল, এইচএসসি/সমমান, আলিম) সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। **পরিশিষ্ট: ‘গ’ পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপনসমূহ**

১৯৫৬ সালে মার্কিন শিক্ষা মনোবিদ বেঞ্জামিন এস. ব্রুম মানুষের মনোজগতের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার সহজ থেকে জটিল ক্রমবিন্যাস দেখান (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। চিন্তা করার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

চিন্তন (চিন্তা করার) দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand): লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য/মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)।

প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) বা মূল্যায়ন করা (Evaluate): ক্রাইটেরিয়া, মানদণ্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create): নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এসএসসি/দাখিল/এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই চারটি স্তরের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

জ্ঞান দক্ষতা স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন দক্ষতা স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাবনিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বুঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (Key) এবং অপরগুলি বিক্ষিপক (Distractors)। এ বিক্ষিপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষিপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো

১০ জন লোকের গড় ওজন ১৩৯.৪ পাউন্ড। তাদের মধ্যে ৩ জনের গড় ওজন হলো ১৮০ পাউন্ড।	উদ্দীপক	নিচের কোনটি গেরেট. এ. মরগান উদ্ভাবন করেন?	উদ্দীপক/নির্দেশনা
বাকি ৭ জনের গড় ওজন কত পাউন্ড?	নির্দেশনা		
ক. ১১৫.০০	বিক্ষিপক	ক. অটোমোবাইল সেফটি বেল্ট	বিক্ষিপক
খ. ১২২.০০	সঠিক উত্তর	খ. জেব্রা ক্রসিং	বিক্ষিপক
গ. ১৪০.০০	বিক্ষিপক	গ. ট্রাফিক লাইট	বিক্ষিপক
ঘ. ১৫৯.৭০	বিক্ষিপক	ঘ. ভলকানাইজড রাবার টায়ার	সঠিক উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পেপার পেন্সিল পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (পরিশিষ্ট 'ঙ': বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় বা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় থাকতে পারে। এ তিনটি ধরন হলো -

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্নপ্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুলো নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং তার পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসাবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও-টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর/প্রয়োগ দক্ষতা স্তর/অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও চিন্তন দক্ষতার স্তর নির্ণয়।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর, বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থীকে এককভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরবরাহকৃত প্রশ্নগুলোর (পরিশিষ্ট: 'ঘ') দক্ষতা স্তর ও ধরন নির্ণয় করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলের পোস্টার টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- যে কোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় অন্য দলের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা যুক্ত করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে পারবেন; • বিভিন্ন প্রকারের এবং দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ এর উপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি হয়। মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ তৈরির সময় নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক-

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- 'হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরসমূহ-

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually Exclusive/Mutually Inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।

একটি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছ সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (Sequence) না থাকে।

উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- ❖ পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ আপনি প্রয়োগ দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদিকে প্রয়োগ করবেন তা বিবেচনায় নিবেন এবং উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন কোন তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে শিক্ষার্থী যৌক্তিকভাবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে- তা বিবেচনা করে উদ্দীপকটি তৈরি করবেন।
- ❖ উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক শিখনফলের ভিত্তিতে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পুনরাবৃত্তি ঘটে।
- ❖ উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য উদ্দীপকে সংশ্লিষ্ট শিখনফলেও তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অথবা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য একাধিক শিখনফলকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- ❖ উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- ❖ কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- ❖ উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত (উদ্দীপক ৬/৭ বাক্যের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়)।
- ❖ অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে।
- ❖ উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- ❖ পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- ❖ পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- ❖ পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- ❖ সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়গ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- ❖ দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে। একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

কোনো জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হেয় করে বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে এমন উদ্দীপক বা প্রশ্ন কোনোভাবেই প্রণয়ন করা যাবে না। [পরিশিষ্ট 'চ': পরিপত্র]

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নীতিমালার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (পরিশিষ্ট 'ছ') ত্রুটি চিহ্নিত করতে বলবেন;
- দলে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতি দলের ৫/৬টি প্রশ্ন সম্পর্কিত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে নিজে প্রশ্নের ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন;
- ত্রুটি কীভাবে সংশোধন করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করবেন (এক্ষেত্রে পরিশিষ্ট 'জ' এর সহায়তা নিবেন);
- উপস্থাপিত কাজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যান্য দলের দলগত কাজটি সংশোধন করতে বলবেন।

কাজ-২: নীতিমালার আলোকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে উপস্থাপিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে জ্ঞান স্তরের ৩টি, অনুধাবন স্তরের ২টি, প্রয়োগ স্তরের ১টি, অভিন্ন উদ্দীপক থেকে ২টি (প্রয়োগ ১টি ও উচ্চতর দক্ষতা ১টি) মোট ৮টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪

প্রশিক্ষণের বিষয়	: বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
শিখনফল	: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন; • নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণেতাগণকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তা একটি নির্দেশক ছকে উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা সহজে বোঝা যাবে।

নির্দেশক ছক (Specification Grid)

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে যে বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশক ছক তা ব্যাখ্যা করে।
২. নির্দেশক ছকের কলামে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো উল্লেখ থাকে।
৩. দক্ষতার চারটি স্তর ক্রমানুযায়ী সারিতে (Row) সাজানো হয়।
৪. বিষয়বস্তু এবং দক্ষতার স্তর অনুযায়ী প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে নির্দেশক ছকটি পূরণ করা হয়। প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যাটি ছকের যথাযথ ঘর (Box)-এ বসানো হয়।
৫. শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হয়। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমভাবে বণ্টন করা উচিত।
৬. উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন যত বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের সক্ষমতার মধ্যে তত বেশি পার্থক্য প্রত্যাশা করা যায়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

জ্ঞান স্তর	-	৩০-৪০%
অনুধাবন স্তর	-	৩০-৪০%
প্রয়োগ স্তর	-	১০-২০%
উচ্চতর দক্ষতা স্তর-	-	১০-২০%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের ৭০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তরের ৩০% প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হবে।

নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য

১. বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার স্তর বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা টেবুলার ফরমেটে ব্যাখ্যা করা।
২. একটি প্রত্যাশিত মানের সঙ্গে এ নির্দেশক ছকের তুলনা করা এবং নির্দেশক ছকের কোথায় সংশোধন দরকার সে বিষয়ে সুপারিশ করা।
৩. নির্দেশক ছকের প্রতিটি ঘর (Box)-এর মধ্যে যে প্রশ্নসংখ্যা রয়েছে তা শিক্ষাক্রমকে যথাযথ প্রতিফলন করে কিনা তা নিশ্চিত করা।

নির্দেশক ছকের গুরুত্ব

১. শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সমগ্র বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিক হারে প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তা নির্দেশক ছকের মাধ্যমে খুব সহজেই এবং দ্রুত বোঝা যায়।
২. পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্লেষণের (Post exam. analysis) মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নির্দেশক ছক প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বাড়ির কাজে প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উপস্থাপন (৩০+১০০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে একমতের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিমার্জন ও পুনঃউপস্থাপন (৩০+১০০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বে গঠনকৃত দলে বসে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নগুলো পুনরায় পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে একমতের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে (পূর্বে উপস্থাপিত প্রশ্ন ব্যতীত) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন (১১৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- অধিবেশনের তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর এবং সমবেত আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশক ছকের (পরিশিষ্ট-ঝ) ধারণা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক দলকে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে একসেট প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- সেট চূড়ান্ত করার প্রয়োজনে প্রতিটি দলকে নতুন করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- তৈরিকৃত সেটের সঠিক উত্তরের (Answer Key) ছক (পরিশিষ্ট-ঞ) পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্ন সেটের আলোকে নির্দেশক ছক পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র, সঠিক উত্তরের (Answer Key) ছক ও পূরণকৃত নির্দেশক ছক সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

তৃতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	: বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো
শিখনফল	: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • এক সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন; • সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাক্সিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

প্রশ্ন পরিশোধন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্ন যথাযথভাবে লিখিত কি না, পরীক্ষার জন্য উপযোগী কি না এবং একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা যাচাই করা হয়। পরিশোধনের মাধ্যমে প্রশ্ন যাচাই বাছাই করা হয় যাতে সুসমন্বিত ও যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায়। পরিশোধন ব্যাপীত প্রশ্নপত্রে দুর্বলভাবে লিখিত প্রশ্ন, একই ধারণা ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি অথবা সম্পূর্ণভাবে দুর্বোধ্য প্রশ্ন সন্নিবেশিত হতে পারে। পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রতিটি প্রশ্ন এবং চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন কি না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষার্থীদের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই কারিকুলামের নির্দেশনার আলোকে বিষয়বস্তু ও দক্ষতা যাচাইয়ের উপযোগী হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং একটি নির্দেশক ছকে দক্ষতা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের/আইটেমের বন্টন দেখাতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃতব্য যে সকল তথ্য/সংখ্যা পরিবর্তনশীল সে সকল তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হবে সুস্পষ্টভাবে লিখিত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকমের অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করবে না।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের ক্রমবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন অনুমান করে সঠিক উত্তর প্রদানের সুযোগ হ্রাস পায়।
- প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই এমন ৩টি বিক্ষিপক (Distractors) থাকবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিটি বিকল্প উত্তর অন্তত শতকরা ৫% পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনভাবেই যেন উত্তর/‘উত্তর পাওয়ার নির্দেশনা বা ইঙ্গিত’ না থাকে।
- সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন পরিমাপে প্রতিটি প্রশ্নের উপযোগিতা থাকতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- একটি প্রশ্নপত্রের শুরুতে যেন কঠিন প্রশ্ন না থাকে। একাধিক প্রশ্নপত্র সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।
- সমাজে বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশে বিরূপ এবং নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

- পরিশোধকগণ নিশ্চিত করবেন যেন প্রশ্নপত্রের ৭০% জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর এবং ৩০% প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর যাচাই করার উপযোগী হয়।
- ভাষার সঠিকতা, বিশেষ করে দ্ব্যর্থকতা/অস্পষ্টতা, বানান, যতিচিহ্নের ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি ও উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার - এসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা;
- ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, সারণি সঠিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে কিনা এবং এগুলোর আলোকে তৈরি প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা;
- প্রশ্নপত্রের সার্বিক ভারসাম্য উপযুক্ত ও সঠিকভাবে বিন্যস্ত কি না, অন্যান্য প্রশ্নের সাথে প্রাবরণ (Overlap) করেছে কি না অথবা বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সৃজনশীল প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মধ্যে প্রাবরণ (Overlap) হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে। পাঠ্যবইয়ের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

পরিশিষ্ট 'ট': সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে উদ্দীপকের সাথে প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। যে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর আলোকেই 'ক' ও 'খ' প্রশ্নসমূহ করা হয়। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (২৭০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছক পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছকের কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন/পরিবর্তন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-২: সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়ন (১০৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো অনুযায়ী একটি প্রশ্ন তৈরি করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে নতুনভাবে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- এককভাবে প্রণীত প্রশ্নগুলো দলে আলোচনা করে ১টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টারে লিখতে বলবেন;
- তৈরিকৃত পোস্টারগুলো দেয়ালে/বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন।

তৃতীয় দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বণ্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ২টি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর লিখতে পারবেন; • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল : সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics)

একটি উত্তরপত্র যদি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় তবে সেই দু'জন পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মাঝে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষকের মানসিক গড়ন (বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মেজাজ-মর্জি), শারীরিক অবস্থা (সুস্থতা, ক্লান্তি, অবসাদ) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি একজন পরীক্ষক যদি একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন করেন তাহলে সকালে যে নম্বর তিনি দিবেন বিকেলে হয়তো সেই নম্বর নাও দিতে পারেন। নম্বর প্রদানের এই তারতম্য কমিয়ে আনার জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ব্যবহৃত হয়। Rubrics একটি দাঁড়িপাল্লা (পরিমাপক) স্বরূপ যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হয়েছে তা যাচাই করা হয়। Rubrics সাধারণত দু' রকমের- বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) এবং সার্বিক (Holistic)।

সার্বিক (Holistic): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় না নিয়ে সব বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তাই হচ্ছে সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)। যেমন ১০ নম্বরের একটি রচনায় কখনো একজন পরীক্ষার্থী হয়তো ৮ নম্বর পেয়েছেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের থেকে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করে নম্বর প্রদান করেছেন অর্থাৎ সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করেছেন। সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর (content) উপর দখল অথবা নৈপুণ্য/কুশলতা (skill/proficiency) অথবা বোঝার ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। সাধারণত সামষ্টিক মূল্যায়নের (Summative Assessment) সময় Holistic Rubrics ব্যবহৃত হয়।

বিশ্লেষণধর্মী (Analytical): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্যের ধারাবাহিকতার (degree of difficulty level) আলোকে নম্বর/পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজকে (Performance) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এতে করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী/শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই আলোকে তাকে সুনির্দিষ্ট ফিডব্যাক (feedback) দেয়া যায়। যেমন একজন শিক্ষার্থীর লিখিত রচনায় দেখা গেল যে বাক্যগঠনে দুর্বলতা রয়েছে। তাহলে শিক্ষক বুঝবেন যে শিক্ষার্থীকে বাক্যগঠনের উপর ফিডব্যাক দিতে হবে। Analytical Rubrics সাধারণত গঠনমূলক মূল্যায়নে (Formative Assessment) এ ব্যবহৃত

হয়। এতে করে শিক্ষার্থীও জানতে পারে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে মূল্যায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

শিখনফল Rubrics তৈরির মূল বিবেচ্য বিষয়। যে বৈশিষ্ট্য (Criteria) এর আলোকে শিখনফল অর্জিত হবে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা (Descriptor) সুস্পষ্ট হতে হবে। একজন শিক্ষার্থী কী লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন তা Rubrics লেখার সময় প্রথমেই লিখতে হবে। ক্রমান্বয়ে নিচের স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

শিখনফল: শিক্ষার্থী শুদ্ধরূপে বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য একটি দরখাস্ত লিখতে পারবে।

একটি শুদ্ধ দরখাস্তের বৈশিষ্ট্য কী কী হতে পারে তা Rubrics তৈরির সময় বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে দরখাস্ত মূল্যায়ন করা হবে তা Rubrics এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকৃতপক্ষে শিখনফলের অংশবিশেষ।

একটি আনুষ্ঠানিক দরখাস্ত মূল্যায়নের সময় সাধারণত নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয় :

- সঠিক গঠন (correct format)
- শুদ্ধ বানান এবং যতিচিহ্ন (correct spelling and punctuation)
- আনুষ্ঠানিক ভাষা (formal language)
- শুদ্ধ ব্যাকরণের ব্যবহার এবং শব্দ চয়ন (accurate grammar and vocabulary)

আনুষ্ঠানিক দরখাস্তের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য/দিক বিবেচনা করে বিশ্লেষণধর্মী বা সার্বিক মূল্যায়নের রূপকল্প (Analytical/Holistic Rubrics) তৈরি করা যায়।

সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)

Score	বর্ণনা (Descriptor)
৩	গঠন ঠিক আছে, বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ এবং শব্দচয়ন শুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; আনুষ্ঠানিক ভাষা (formal language) ব্যবহৃত হয়েছে।
২	গঠন সাধারণভাবে ঠিকই আছে; বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ এবং শব্দচয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুদ্ধ আছে; অল্প-কিছু জায়গা ছাড়া আনুষ্ঠানিক ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।
১	ভাষা গঠনে ভুল রয়েছে; বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ, শব্দচয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক নেই। সাধু ও চলিত ভাষার বহুল মিশ্রণ এবং অনানুষ্ঠানিক ভাষার (informal language) ব্যবহার হয়েছে।
০	বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ, শব্দচয়ন, ভাষা গ্রহণযোগ্য নয়/ উত্তর দেয়নি।

বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)

নম্বর স্কের	গঠন (format)	বানান এবং যতিচিহ্নের ব্যবহার	ভাষা	শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ
৩	সঠিক গঠন	বানান এবং যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার হয়েছে	আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে	শুদ্ধ শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে
২	গঠনে কিছুটা ভুল রয়েছে	বানান এবং যতিচিহ্ন অধিকাংশই সঠিক	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক শব্দচয়ন ও ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে।
১	গঠনে খুব বেশি ভুল হয়েছে	বানান এর ব্যবহার মোটামুটিভাবে ঠিক/শুদ্ধ আছে	ভাষা ব্যবহারে মোটামুটিভাবে আনুষ্ঠানিক	শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ মোটামুটিভাবে ঠিক আছে
০	সঠিক গঠন নেই/কোনো উত্তর দেয়নি	বানান এবং যতিচিহ্নের ব্যবহারে ভুল রয়েছে। উত্তর দেয়নি।	আনুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহার নেই; উত্তর দেয়নি	শব্দচয়ন ও ব্যাকরণের ব্যবহারে ভুলের মাত্রা ব্যাপক, উত্তর দেয়নি

উপরের নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় এটি স্পষ্টতর প্রতীয়মান যে শিখনফলের চাহিদার আলোকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (সার্বিক বা বিশ্লেষণধর্মী) তৈরি করতে হচ্ছে। সে সকল বিষয়ের বানান, শব্দচয়ন, বাক্য গঠন ইত্যাদির ওপর চাহিদা থাকে। সেই সকল বিষয়ের নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় তার প্রতিফলন থাকতে হবে। যে সকল বিষয়ে বানান, শব্দচয়ন বা বাক্যগঠনের চেয়ে বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়া হয় সে সকল বিষয়ের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরির সময় বিষয়বস্তুর চিত্তার গভীরতার আলোকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরি করতে হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের জন্য সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় শিখনফলগুলো দক্ষতা স্তরের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দক্ষতা স্তরের বিপরীতে বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীর দক্ষতা চাওয়া হচ্ছে তার পরিপূর্ণ বর্ণনা নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় লিখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guideline and Model Answer) তৈরি করতে হবে।

পরিশিষ্ট '৪' : সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর]

পরীক্ষার্থীর উত্তর প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণেই নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অংশ (খ) তে ১ অথবা ২ নম্বর পেতে পারে। (গ) অংশে ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং (ঘ) অংশে ৪ অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। **ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লিখিত উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে শূন্য (০) পাবে।**

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণ প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ক্রটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরীক্ষককে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ক্রটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও পরীক্ষকগণের নম্বর প্রদান

প্রশ্নপ্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর হুবহু একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস এবং উপস্থাপনা কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্নপ্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। প্রশ্নপ্রণয়নকারী হয়ত তা চিন্তা করতে পারেন নি কিন্তু পরীক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোন স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র থেকে ধারণা নিয়ে নমুনা উত্তরে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে আবার সরবরাহকৃত নমুনা উত্তরের পাশাপাশি নতুন কোনো উত্তর নমুনা উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে - এমনটা ভাবা যাবে না। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সার্বিক উত্তর থেকে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারবে। আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশ লিখে আর একটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। যেমন- কোনো একটি প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তর লিখে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পরে পূর্বের প্রশ্নটির (খ) অংশের উত্তর দিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ শনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ, ঘ) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, নমুনা উত্তরের প্রয়োজন কী? নমুনা উত্তর লেখার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপ্রণয়নকারী এবং পরিমার্জনকারীগণ প্রশ্নের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধনের সুযোগ পান। এছাড়াও পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি নির্দেশনা পান; এর ফলে নম্বর প্রদানে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাস পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করতে হবে। নমুনা উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ক্রটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ক্রটিমুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এটি শিক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থীদের অনুসরণ/ব্যবহারের জন্য নয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও উপস্থাপন (২১০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক -

- নম্বর প্রদান নির্দেশিকার (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- নীরব পাঠ শেষে প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিবেন;
- প্রত্যেককে বাড়ির কাজে প্রণীত ২টি প্রশ্নের যে কোনো ১টির রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি সংশোধন করে দিবেন।

কাজ-২: একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (১৬৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেককে বাড়ির কাজে প্রণীত অবশিষ্ট প্রশ্নটির রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ দলের সবগুলো সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১ সেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

পঞ্চম দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪

প্রশিক্ষণের বিষয়	: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
শিখনফল	: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ এক সেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য কাজ। একটি মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন পত্রের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন যথাযথ উপায়ে করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেতন হতে হবে-

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ভূমির আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘ক’ ও ‘খ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হয়।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্ছাতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বন্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-২: একসেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (২৪৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নগুলো পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পঞ্চম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ৪টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট (১৫/৭টি প্রশ্নের সমন্বয়ে) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

ষষ্ঠ দিবস: অধিবেশন ১,২,৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন; - রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সংক্ষিপ্ত উত্তর ও প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এসএসসি/সমমান ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবন্টন বিষয়ে এনসিটিবি ২০২৫ সালে একটি নতুন নির্দেশনা জারী করে। নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং বর্ণনামূলক প্রশ্ন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে। হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন নিম্নরূপ-

বিষয়	বর্ণনামূলক প্রশ্ন
বাংলা ১ম পত্র (এসএসসি/সমমান)	- মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ২০ - সহপাঠ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে - উপন্যাস থেকে ২টি, নাটক থেকে ২টি - উপন্যাস থেকে ১টি, নাটক থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে - প্রতিটি প্রশ্নের মোট নম্বর ১০ - প্রতি প্রশ্নের ২টি অংশ, ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর **২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় শুধু উপন্যাস থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে

বিষয়	সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর
এসএসসি/সমমান এবং দাখিল পর্যায় গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা শুধু এসএসসি/সমমান পর্যায় বিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, অর্থনীতি, ভূগোল ও পরিবেশ, ব্যবসায় উদ্যোগ, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা শুধু দাখিল পর্যায় বাংলা ১ম পত্র, ইসলামের ইতিহাস	- মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ২০ - মোট ১৫টি প্রশ্ন থাকবে - যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে - প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে
এসএসসি/সমমান এবং দাখিল পর্যায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, উচ্চতর গণিত, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	- মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ - মোট ৭টি প্রশ্ন থাকবে - যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে - প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

১. **শিখনফল:** প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই শিখনফলের আলোকে হতে হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি যেন শিখনফল সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত দক্ষতা স্তর ও বিষয়বস্তুর গভীরতাকে পরিমাপ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. **দক্ষতা স্তর:** সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনুধাবন বা ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। প্রশ্নটি যেন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা স্তর মূল্যায়নের উপযোগী হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই করার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে চাইলে প্রশ্নে ১/২ বাক্যে পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞান দক্ষতা বা স্মরণ করার সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

৩. **সময় ও উত্তরের পরিধি:** সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নটি এমন হতে হবে যাতে ৩ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে শিক্ষার্থী প্রশ্নটির উত্তর লিখতে পারে। উত্তরের পরিধি বিবেচনায় এই ধরনের প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর ৫ বাক্যের অধিক হওয়া উচিত নয়। গণিত, উচ্চতর গণিত বা হিসাববিজ্ঞানের মতো বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশিত নমুনা উত্তরে ২টির অধিক ধাপ (Stepping) বিবেচনা করা যাবে না।

৪. **রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর:** প্রশ্ন তৈরির সময়ই সম্ভাব্য রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর বিবেচনা করতে হবে। এর ফলে প্রশ্নটির প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর, সময় ও উত্তরের পরিধির সাথে প্রশ্নটি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আরও দৃশ্যমান হয় এবং কী কী সংশোধন করা প্রয়োজন তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। [সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ: **পরিশিষ্ট-ড** এবং রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: **পরিশিষ্ট-ঢ**]

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ। (৪৫মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে এসএসসি/সমমান ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবন্টন বিষয়ে এনসিটিবির নতুন পরিপত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিবেন।

কাজ-২: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন, উপস্থাপন ও পরিশোধন। (৭৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে একমতের ভিত্তিতে ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্ত করে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: একসেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (৭৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ অবশিষ্ট প্রশ্নগুলো পরিশোধন করে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ১টি সেট তৈরি করতে বলবেন;
- দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ দলের সবগুলো প্রশ্ন আলোচনা করে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১ সেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্ত করে খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

কাজ-৪: একসেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন পরিশোধন (১৮০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বন্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নপত্রটি পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রশ্নপত্রটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পরিশিষ্ট

শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
২. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।
৩. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।
৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।
৫. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।
৬. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলা।
৭. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।
৮. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।
৯. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।
১০. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

১১. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
১২. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
১৩. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাদি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।
১৪. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।
১৫. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।
১৬. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।
১৭. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।
১৮. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

বিষয়: অর্থনীতি

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য

১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ এবং মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।
২. অর্থনীতির মৌলিক ধারণা, তত্ত্ব ও বিধি শিক্ষা লাভ করা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সমর্থ হওয়া।
৩. সূচি, সারণি, লেখচিত্র, গাণিতিক সূত্র ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারা।
৪. উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা লাভ এবং ভবিষ্যতে নিজেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
৫. বাজার এবং বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
৬. বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং এর গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৭. অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মৌলিক পরিমাপসমূহ জানতে পারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সমর্থ হওয়া।
৮. অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
৯. বাংলাদেশের সরকারি অর্থব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা।
১০. বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা বুঝতে পারা এবং এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণে সমর্থ হওয়া।
১১. ব্যবহারিক জীবনে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করতে সক্ষম হওয়া।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল
বিষয়: অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়: অর্থনীতি পরিচয় (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে। ২. দুস্ত্রাপ্যতা ও অসীম অভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. অর্থনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. অর্থনীতির প্রধান দশটি নীতি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা মূল্যায়ন করতে পারবে। মনোপেশিজ ৭. দু'টি খাত বিশিষ্ট আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের নকশা অঙ্কন করতে পারবে।	● অর্থনীতি পরিচয় ○ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ ○ দু'টি প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা : দুস্ত্রাপ্যতা ও অসীম অভাব ○ অর্থনীতির ধারণা ○ অর্থনীতির দশটি নীতি ○ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দু'টি খাত) ○ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (পরিচয়, প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ): চিরায়ত অর্থনীতি, বাজার অর্থনীতি, নির্দেশমূলক অর্থনীতি, মিশ্র অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি

দ্বিতীয় অধ্যায়: অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. অর্থনৈতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ এবং উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পদ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. দ্রব্য কী তা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. অবাধলভ্য দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। ৬. স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ৭. মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। ৮. সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ১০. অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ১১. বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির তালিকা তৈরি করতে পারবে। মনোপেশিজ ১২. স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করে তা প্রদর্শন করতে পারবে। আবেগীয় ১৩. অর্থনীতির ধারণাসমূহ শিক্ষা লাভ এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হবে।	● অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ ○ অর্থনৈতিক সম্পদ (প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ, উৎপাদিত সম্পদ, বাংলাদেশের সম্পদ) ○ দ্রব্য, অবাধলভ্য দ্রব্য, অর্থনৈতিক দ্রব্য, স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য, মূলধনী দ্রব্য, ○ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন ○ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ○ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি ○ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

তৃতীয় অধ্যায়: উপযোগ, চাহিদা, জোগান ও ভারসাম্য (২৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উপযোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ৩. মোট উপযোগ যে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি তা প্রমাণ করতে পারবে। ৪. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. দাম ও জোগানের পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে। মনোপেশিজ ৮. চাহিদা সূচি তৈরি ও চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারবে। ৯. যোগান সূচি তৈরি ও যোগান রেখা অঙ্কন করতে পারবে। ১০. বাজার চাহিদা রেখা ও বাজার যোগান রেখা অঙ্কন করতে পারবে। ১১. চিত্র অঙ্কন করে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করতে পারবে। আবেগীয় ১২. অর্থনীতির ধারণাগুলো শিক্ষালাভ করে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হবে।	- উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য - ভোগ, উপযোগ ও ভোক্তা - মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ - ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি - চাহিদা, চাহিদা বিধি, চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন (স্বাভাবিক দ্রব্য) - বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন - যোগান, যোগান বিধি, যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন - বাজার যোগান রেখা অঙ্কন - ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

চতুর্থ অধ্যায়: উৎপাদন ও সংগঠন (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. উৎপাদনের সাথে উৎপাদকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. উৎপাদনের উপকরণসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সংগঠন ও এর বিকাশ আলোচনা করতে পারবে। ৫. গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবে। ৭. প্রকাশ্য ব্যয় ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় চিহ্নিত করতে পারবে। ৮. ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। মনোপেশিজ ৯. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারবে। আবেগীয় ১০. উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হবে।	- উৎপাদন ও সংগঠন - উৎপাদন ও উৎপাদক - উৎপাদনের উপকরণসমূহ - সংগঠন ও এর বিকাশ - গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন - ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি - উৎপাদন ব্যয় - প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়

পঞ্চম অধ্যায়: বাজার (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাজার বিকাশের ধারা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. একচেটিয়া এবং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থার ধরন চিহ্নিত করতে পারবে। মনোপেশিজ ৬. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরন চার্ট অঙ্কন করে দেখাতে পারবে। আবেগীয় ৭. দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রভাব জানতে উৎসাহী হবে।	- বাজার - বাজার ও বাজারের বিকাশ - বাজারের ধরন ও বৈশিষ্ট্য - পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার - একচেটিয়া বাজার - একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার - অলিগপলি বাজার - বাংলাদেশের বাজার (প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে)

ষষ্ঠ অধ্যায়: জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মোট জাতীয় আয়ের (GNI)সাথে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) পার্থক্য দেখাতে পারবে। ৩. মোট জাতীয় আয়ের সাথে নীট জাতীয় উৎপাদনের তুলনা করতে পারবে। ৪. জিডিপি (GDP) পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. জিডিপি (GDP) নির্ধারকসমূহকে উপকরণ এবং প্রযুক্তি এই দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারবে। ৬. জিডিপি (GDP) হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের জিডিপি (GDP) পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।	- জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ - মোট দেশজ উৎপাদন (এউচ), মোট জাতীয় আয় (এঘও), নীট জাতীয় আয় (ঘঘও) - জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ : উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি - মাথাপিছু আয় - এউচর নির্ধারকসমূহ (উপকরণ ও প্রযুক্তি) - GDP এর হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি - বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি (উৎপাদন ও ব্যয় পদ্ধতি)

সপ্তম অধ্যায়: অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. অর্থের ধারণা এবং অর্থের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ২. অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা এবং এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পরিচালনার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা এবং এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করতে পারবে। ৭. কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। মনোপেশিজ ৮. চার্ট অঙ্কন করে (ডিজিটাল ডিভাইস/ পোস্টার পেপারে) বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা প্রদর্শন করতে পারবে।	- অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা - অর্থ কী এবং অর্থের প্রকারভেদ (ধাতব মুদ্রা, নোট ও ব্যাংক হিসাব এবং বিহিত অর্থ) - অর্থের কার্যাবলি - বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি - ব্যাংকে হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি - কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি - বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা - শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা - বাংলাদেশ ব্যাংক - বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ - বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক - বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক - গ্রামীণ ব্যাংক - সমবায় ব্যাংক

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশ অর্থনীতি (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) বর্ণনা করতে পারবে। ৩. দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন (কৃষি, শিল্প, সেবা) খাতের তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করতে পারবে। ৫. অর্থনীতির তথ্য উপাত্ত ব্যাখ্যা এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারবে। মনোপেশিজ ৬. অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান (ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস/স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে) চিত্র অঙ্কন করে প্রদর্শন করতে পারবে।	- বাংলাদেশ অর্থনীতি - অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ - অর্থনীতির বিভিন্ন খাত : - কৃষি খাত (সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব) - শিল্প খাত (সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব) - সেবা খাত (সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব) - বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব - কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

নবম অধ্যায়: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ (২২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি এবং এর নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. মানবসম্পদের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ১০. জনসংখ্যা কিভাবে দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ - অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন - উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য - বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ - বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম - বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম - দারিদ্র্য (সংজ্ঞা ও পরিমাপ, গতি-প্রবণতা, দারিদ্র্য বিমোচন) - বেকারত্ব (সংজ্ঞা, গতি প্রকৃতি এবং এর নিরসন) - মানবসম্পদ (সংজ্ঞা, মানবসম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি)

অধ্যায় ১০: বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে। ২. সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাজেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. চলতি ও মূলধনী বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। ৬. সুষম বাজেটের সাথে অসম বাজেটের তুলনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ও এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। আবেগীয় ৯. জাতীয় বাজেটের আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহী হবে।	- বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা - সরকারি অর্থব্যবস্থা - সরকারের আয়ের প্রধান উৎসসমূহ - সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ - বাজেট এবং বাজেটের প্রকারভেদ: - চলতি ও মূলধনী - সুষম ও অসম বাজেট - বাংলাদেশ সরকারের বাজেট: - অ-উন্নয়ন বাজেট - উন্নয়ন বাজেট - বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটে অর্থায়ন

পরিশিষ্ট: 'গ'

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড,

এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা ২০২.....

বিষয়: অর্থনীতি

বিষয় কোড: ১৪১

LO নং	অধ্যায় ১			অধ্যায় ২			অধ্যায় ৩			অধ্যায় ৪			অধ্যায় ৫			অধ্যায় ৬			অধ্যায় ৭			অধ্যায় ৮			অধ্যায় ৯			অধ্যায় ১০			মোট
	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	
১																															
২																															
৩																															
৪																															
৫																															
৬																															
৭																															
৮																															
৯																															
১০																															
১১																															
১২																															
১৩																															
১৪																															
১৫																															
১৬																															
১৭																															
১৮																															
১৯																															
২০																															
২১																															

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়

বিষয়: অর্থনীতি

বিষয় কোড: ১৪১

১. চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও জোগানের পরিবর্তন করা যায় না কোন বাজারে? ক. স্বল্পকালীন খ. দীর্ঘকালীন গ. অতি স্বল্পকালীন ঘ. অতি দীর্ঘকালীন ২. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে, মোট উপযোগ- ক. সর্বনিম্ন হবে খ. সর্বোচ্চ হবে গ. শূন্য হবে ঘ. ঋণাত্মক হবে ৩. শিল্পপ্রধান দেশে উৎপাদনের কোন উপাদানটির গুরুত্ব বেশি? ক. ভূমি খ. শ্রম গ. মূলধন ঘ. সংগঠন ৪. অর্থনীতিতে নির্বাচন বলতে নিচের কোনটিকে বোঝায়? ক. অসীম অভাব পূরণের চেষ্টা খ. সীমিত সম্পদের দক্ষ ব্যবহার গ. সম্পদের বিকল্প ব্যবহার ঘ. অভাবের অগ্রাধিকার বাছাই ৫. বাংলাদেশে অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত কোনটি? ক. কৃষি ও শিল্প খ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী গ. জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ঘ. মহিলা ও যুব উন্নয়ন ১০. নিচের কোনটিকে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত হিসেবে ধরা হয়? ক. পেনশন খ. প্রতিরক্ষা গ. সরকারি ঋণের সুদ ঘ. পরিবহন ও যোগাযোগ	উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: কামাল ও মিতুল দুটি আলাদা ব্যাংকে কর্মরত। আলাপচারিতায় কামাল বলল, “ইদানিং মানুষ প্রচুর টাকা আমাদের ব্যাংকে জমা রাখছে, ফলে আমরাও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে তাদেরকে টাকার জোগান দিতে পারছি। ফলে ব্যাংকের আয় দিন দিন বাড়ছে।” মিতুল বলল, “আমার ব্যাংক তোমাদের এই বর্তমান অবস্থার উপর নজর রাখছে। তোমরা আমাদের ব্যাংকে বাধ্যতামূলক যে অর্থ জমা রাখো তার পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।” ৬. কামালের কর্মরত ব্যাংকটি কোন ধরনের? ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. কৃষি ব্যাংক গ. বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ৭. মিতুলের ব্যাংকের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে- ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে গ. দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেড়ে যাবে ঘ. পূর্বের চেয়ে অর্থের মূল্য কমে যাবে ৮. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ? ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রা প্রচলন গ. আমানত সংগ্রহ ঘ. বিনিময় হার নির্ধারণ ৯. নিচের কোনটি ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়? ক. ব্যক্তিগত ভোগ খ. রাজস্ব ব্যবস্থা গ. আমদানি-রপ্তানি ঘ. জিডিপি ১৫. 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের অংশীদার- ক. কৃষি ব্যাংক খ. সমবায় ব্যাংক গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. ব্র্যাক ব্যাংক
---	--

১১. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারীর চূড়ান্ত লক্ষ্য কোনটি?

- ক. জনকল্যাণ সাধন
- খ. আয়ের সুমম বণ্টন
- গ. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- ঘ. ভোক্তার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব ফারদিন নিজ উদ্যোগে একটি পাটকল স্থাপন করে দেশে বিদেশে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন। তার ভাই একটি সরকারি পাটকলে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছে। জনাব ফারদিন ‘খ’ দেশে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সেখানে প্রবাসী এক বন্ধুর পরামর্শ চাইলেন। প্রবাসী বন্ধু জানালেন, সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোন সুযোগ নাই।

১২. ‘খ’ দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?

- ক. মিশ্র
- খ. ধনতান্ত্রিক
- গ. ইসলামি
- ঘ. সমাজতান্ত্রিক

১৩. জনাব ফারদিনের দেশে-

- i দ্রব্যের দাম সরকার নির্ধারণ করে
- ii কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়
- iii অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

১৪. নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক?

- ক. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়লে গড় উৎপাদন কমে
- খ. প্রান্তিক উৎপাদন কমলে গড় উৎপাদন বাড়ে
- গ. গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান
- ঘ. প্রান্তিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান

২১. ভিজিডি কর্মসূচি কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?

- ক. মহিলা ও শিশু বিষয়ক
- খ. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- গ. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন
- ঘ. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

১৬. বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?

- ক. চামড়া
- খ. কাগজ
- গ. প্লাস্টিক
- ঘ. হোসিয়ারি

১৭. একটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদন ৫০ হাজার কোটি টাকা। ঐ দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ৩ হাজার কোটি টাকা। এদেশের প্রবাসী নাগরিকদের আয় ১ হাজার কোটি টাকা। দেশটির মোট জাতীয় আয় (GNI) কত হাজার কোটি টাকা ?

- ক. ৪৬
- খ. ৪৮
- গ. ৫৩
- ঘ. ৫৪

১৮. কৃষি ক্ষেত্রে ছদ্ম বেকারদের-

- i বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় কাজ থাকে না
- ii উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা নেই
- iii প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

১৯. অতিরিক্ত এক একক ভোগের জন্য অতিরিক্ত যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?

- ক. রূপগত উপযোগ
- খ. সেবাগত উপযোগ
- গ. মোট উপযোগ
- ঘ. প্রান্তিক উপযোগ

২০. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে নিচের কোন চলকটি ব্যবহৃত হয় ?

- ক. মজুরি
- খ. খাজনা
- গ. বিনিয়োগ
- ঘ. চূড়ান্ত দ্রব্যের দাম

উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
৫	৩০	২০
১০	২৫	২০
১৫	২০	২০
২০	১৫	২০
২৫	১০	২০

২২. টুথপেস্ট কোন ধরনের বাজারের দ্রব্য?

- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
- খ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক
- গ. একচেটিয়া
- ঘ. অলিগোপলি

২৩. কোন বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশ থাকে না?

- ক. একচেটিয়া
- খ. অলিগোপলি
- গ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
- ঘ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক

২৪. নিচের সূচি অনুসারে ৩য় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কত একক?

শ্রমের সংখ্যা	মোট উৎপাদন (একক)
১	১০
২	২০
৩	২৮
৪	৩৫

- ক. ৭
- খ. ৮
- গ. ২৮
- ঘ. ৩৫

২৫. একটি দেশের মোট আমদানি ব্যয় ৯০ হাজার কোটি ডলার। দেশটির মোট রপ্তানি আয় ৮০ হাজার কোটি ডলার। দেশটিতে অর্থনীতির কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?

- ক. বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি
- খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত
- গ. বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য
- ঘ. বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা

২৬. উদ্দীপকের বাজারে ভারসাম্য দাম কোনটি?

- ক. ১০ টাকা
- খ. ১৫ টাকা
- গ. ২০ টাকা
- ঘ. ২৫ টাকা

২৭. উদ্দীপকের সূচী অনুযায়ী-

- i জোগান বিধি কার্যকর হয়নি
- ii চাহিদা বিধি কার্যকর হয়েছে
- iii জোগান রেখা বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

২৮. জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দ্বৈত গণনা হলে নিচের কোনটি ঘটবে?

- ক. প্রকৃত জাতীয় আয় অপেক্ষা পরিমাপকৃত জাতীয় আয় বেশি হবে
- খ. প্রকৃত জাতীয় আয় অপেক্ষা পরিমাপকৃত জাতীয় আয় কম হবে
- গ. মাধ্যমিক দ্রব্যের মূল্য জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে বাদ যাবে
- ঘ. জাতীয় আয়ে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হবে

২৯. নিচের কোন অবস্থায় সম্বল সম্ভব হবে?

- ক. $Y=C$
- খ. $Y>C$
- গ. $Y<C$
- ঘ. $Y\leq C$

৩০. নিচের কোন অর্থনীতিবিদ 'Laissez faire' নীতির বিরোধী ছিলেন?

- ক. এল. রবিন্স
- খ. জেএম কেইনস
- গ. অ্যাডাম স্মিথ
- ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ

বিষয়: অর্থনীতি

বিষয় কোড: ১৪১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	
১. অবাধ প্রতিযোগিতা কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য? ক. পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা গ. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ঘ. মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা	১. সাধারণ অবস্থায় কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে- ক. চাহিদা ও যোগান উভয়ই বৃদ্ধি পায় খ. চাহিদা ও জোগান উভয়ই হ্রাস পায় গ. চাহিদা হ্রাস পায় এবং জোগান বৃদ্ধি পায় ঘ. চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং জোগান হ্রাস পায়
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	
২. অধিক পরিমাণ মুদ্রা ছাপালে- i দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় ii অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায় iii জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায় নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii	
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	
অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও: রায়হান যে দেশে বাস করে সে দেশে সম্প্রতি বাজেট পাস হয়েছে। সেখানে সম্ভাব্য আয় দেখানো হয়েছে ৯০ হাজার কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে নেবার জন্য সরকার নতুন নোট ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।	
৩. আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের ভিত্তিতে রায়হানের দেশের বাজেটটি কোন ধরনের ? ক. সুষম বাজেট খ. ঘাটতি বাজেট গ. উদ্বৃত্ত বাজেট ঘ. মূলধনী বাজেট	
৪. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্তে- ক. বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে খ. মাথাপিছু আয় কমে যেতে পারে গ. দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেতে পারে ঘ. সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার ব্যাহত হতে পারে	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ-১)/১১৪৮

তারিখঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
২২ নভেম্বর ২০০৪

পরিপত্র

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে দেশের ধর্মীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম উদ্দীপকে (Stem) ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে বিবর্তকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধকল্পে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

- (ক) পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম না থাকলে প্রশ্নে উদ্দীপক হিসেবে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করা যাবে না।
- (খ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সরকার, কোন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অঞ্চলকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।
- (গ) বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় অনুষ্ঠানকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।
- (ঘ) রাষ্ট্র বা জাতিকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।
- (ঙ) সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন বিষয় ব্যবহার করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।
- (ছ) ধর্ম, তীর্থস্থান, ধর্মীয় স্থাপনা, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদিকে অসম্মান করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।
- (জ) কোন অশোভনীয় বা আপত্তিকর ছবি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- (ঝ) সরকার এবং সমাজ কর্তৃক অননুমোদিত বা অগ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ (যেমনঃ বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি) ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা যাবে না।

২। এই পরিপত্রের মর্মানুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে। এ পরিপত্রের পরিপন্থী কোন প্রশ্ন প্রণয়ন করা হলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


(খন্দকার রাব্বির রহমান)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিতরণঃ

- ১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল), কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেন্টার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা।
- ৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
- ৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
- ৭। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [জেলার সকল বিদ্যালয়, মাদ্রাসার সকল প্রধান শিক্ষক/সুপারটেনডেন্ট/অধ্যক্ষকে অবহিত করার অনুরোধসহ]

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
বিষয়: অর্থনীতি **বিষয় কোড: ১৪১**

১. বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৫% কৃষিতে নিয়োজিত। এর মধ্যে অনেকই মূলত ছদ্মবেকার। এ ধরনের বেকারত্ব দূরীকরণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? ক. কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্পে স্থানান্তর খ. কৃষিজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ গ. যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ ঘ. কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান ২. X দ্রব্যের বিক্রেতা তাঁর ইচ্ছেমত জোগান হ্রাস বৃদ্ধি করে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। X দ্রব্যটির বাজার কোন প্রকৃতির? ক. একচেটিয়া খ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক গ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ৩. বাজারের বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. প্রতিযোগিতা খ. অসংখ্য বিক্রেতা গ. একজন বিক্রেতা ঘ. সমজাতীয় দ্রব্য ৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ খ. অবাধ প্রতিযোগিতা গ. ভোক্তার স্বাধীনতা ঘ. উপরের কোনোটিই নয় ৫. অর্থশাস্ত্রে উৎপাদন বলতে যা বোঝানো হয়, তা হলো- ক. উপযোগ সৃষ্টি করা খ. উপযোগ নিঃশেষ করা গ. উপকরণ সমন্বয় করা ঘ. উপকরণ নির্বাচন করা ৬. কোনটি মোট জাতীয় আয় পরিমাপে বিবেচ্য নয়? ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা খ. একটি নির্দিষ্ট সময় গ. দেশের নাগরিকদের আয় ঘ. বিদেশি নাগরিকদের আয়	৭. মি. জাবেদ একজন ফুল চাষী। উৎপাদিত ফুল তিনি নিজ এলাকাতেই বিক্রয় করেন। এ বছর নববর্ষের দিনে বেশি চাহিদা থাকায় তিনি চড়া দামে ফুল বিক্রি করেন। বিকল্প উৎস না পেয়ে ক্রেতাগণ তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকের ফুলের বাজারকে বলা যায়- i. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ii. একচেটিয়া বাজার iii. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ৮. সম্মুখী সম্পর্কের কারণে দ্রব্যের দাম কমলে জোগানের পরিমাণ- ক. কমে খ. বাড়ে গ. স্থির থাকে ঘ. শূন্য হয় ৯. জোগান স্থির থাকে কোনটিতে? ক. স্বল্পকালীন বাজারে খ. দীর্ঘকালীন বাজারে গ. অতি স্বল্পকালীন বাজারে ঘ. অতি দীর্ঘকালীন বাজারে ১০. কোনটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য? ক. রাজনৈতিক অস্থিতিশীল খ. বৈদেশিক নির্ভরশীল গ. দক্ষ জনশক্তি ঘ. বাণিজ্য ঘাটতি
---	---

১১. জনাব আকিজ ৩০০০ টাকার মূলধন এবং ১জন শ্রমিক নিয়োগ করে দৈনিক ২০০ প্যাকেট বিড়ি তৈরি করেন। পরে তিনি অতিরিক্ত ১ জন শ্রমিক নিয়োগ দিলে বিড়ির উৎপাদন বেড়ে হয় ৪২০ প্যাকেট। উদ্দীপকে প্রান্তিক উৎপাদন কত? ক. ২০০ প্যাকেট খ. ২২০ প্যাকেট গ. ৩১০ প্যাকেট ঘ. ৪২০ প্যাকেট ১২. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়? ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রা প্রচলন গ. আমানত সংগ্রহ ঘ. বিনিময় হার নির্ধারণ ১৩. বাজার ভারসাম্য অবস্থায়- ক. চাহিদা ও জোগান সমান খ. চাহিদা কম জোগান বেশি গ. চাহিদা বেশি জোগান কম ঘ. জোগান রেখা নিম্ন ১৪. কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা? ক. ব্র্যাক খ. প্রশিকা গ. ব্যুরো বাংলাদেশ ঘ. সোনালী ব্যাংক	১৫. অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত কোনটি? ক. প্রতিরক্ষা খ. পেনশন গ. জনপ্রশাসন ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক ১৬. কোনটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য? ক. একজন মাত্র বিক্রেতা খ. দ্রব্যসমূহ সমজাতীয় গ. বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই ঘ. দ্রব্যসমূহ সদৃশ্য হলেও একটি অপরটি হতে পৃথক ১৭. বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান কত ছিল? ক. ৩৪.৯৪% খ. ১২.৫১% গ. ১২.০৭% ঘ. ৩৬.০১%
--	--

ক্রটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ
বিষয়: অর্থনীতি বিষয় কোড: ১৪১

ক্রটিযুক্ত রূপ	ক্রটিমুক্ত রূপ
উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।	
১. বাজারের বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. প্রতিযোগিতা খ. অসংখ্য বিক্রেতা গ. একজন বিক্রেতা ঘ. সমজাতীয় দ্রব্য	১. একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. প্রতিযোগিতা খ. অসংখ্য বিক্রেতা গ. একজন বিক্রেতা ঘ. সমজাতীয় দ্রব্য
উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	
২. অর্থশাস্ত্রে উৎপাদন বলতে যা বোঝানো হয়, তা হলো- ক. উপযোগ সৃষ্টি করা খ. উপযোগ নিঃশেষ করা গ. উপকরণ সমন্বয় করা ঘ. উপকরণ নির্বাচন করা	২. অর্থনীতিতে উৎপাদন হলো- ক. উপযোগ সৃষ্টি করা খ. উপযোগ নিঃশেষ করা গ. উপকরণ সমন্বয় করা ঘ. উপকরণ নির্বাচন করা
উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।	
৩. বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৫% কৃষিতে নিয়োজিত। এর মধ্যে অনেকই মূলত ছদ্মবেকার। এ ধরনের বেকারত্ব দূরীকরণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? ক. কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্পে স্থানান্তর খ. কৃষিজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ গ. যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ ঘ. কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান	৩. বাংলাদেশের কৃষিখাতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূরীকরণের উপায় কোনটি? ক. কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্পে স্থানান্তর খ. কৃষিজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ গ. যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ ঘ. কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান
উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে বিকল্প উত্তরগুলোতে কোন শব্দের পুনরাবৃত্তি না থাকে।	
৪. জোগান স্থির থাকে কোনটিতে? ক. স্বল্পকালীন বাজারে খ. দীর্ঘকালীন বাজারে গ. অতি স্বল্পকালীন বাজারে ঘ. অতি দীর্ঘকালীন বাজারে	৪. জোগান স্থির থাকে কোন বাজারে? ক. স্বল্পকালীন খ. দীর্ঘকালীন গ. অতি স্বল্পকালীন ঘ. অতি দীর্ঘকালীন
উদ্দীপক যথাসম্ভব হ্যাঁ বোধক হতে হবে। না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।	
৫. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়? ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রা প্রচলন গ. আমানত সংগ্রহ ঘ. বিনিময় হার নির্ধারণ	৫. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ? ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রা প্রচলন গ. আমানত সংগ্রহ ঘ. বিনিময় হার নির্ধারণ
উদ্দীপক যথাসম্ভব হ্যাঁ বোধক হতে হবে। না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।	
৬. কোনটি মোট জাতীয় আয় পরিমাপে বিবেচ্য নয়? ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা খ. একটি নির্দিষ্ট সময় গ. দেশের নাগরিকদের আয় ঘ. বিদেশি নাগরিকদের আয়	৬. কোনটি মোট জাতীয় আয় পরিমাপে বিবেচ্য নয়? ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা খ. একটি নির্দিষ্ট সময় গ. দেশের নাগরিকদের আয় ঘ. বিদেশি নাগরিকদের আয়

উদ্দীপকে এমন কোন ইঙ্গিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করে নিতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।	
৭. সম্মুখী সম্পর্কের কারণে দ্রব্যের দাম কমলে জোগানের পরিমাণ- ক. কমে খ. বাড়ে গ. স্থির থাকে ঘ. শূন্য হয়	৭. সাধারণত দ্রব্যের দাম কমলে জোগানের পরিমাণ- ক. কমে খ. বাড়ে গ. স্থির থাকে ঘ. শূন্য হয়
নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করতে হবে।	
৮. জনাব আকিজ ৩০০০ টাকার মূলধন এবং ১জন শ্রমিক নিয়োগ করে দৈনিক ২০০ প্যাকেট বিড়ি তৈরি করেন। পরে তিনি অতিরিক্ত ১ জন শ্রমিক নিয়োগ দিলে বিড়ির উৎপাদন বেড়ে হয় ৪২০ প্যাকেট। উদ্দীপকে প্রান্তিক উৎপাদন কত? ক. ২০০ প্যাকেট খ. ২২০ প্যাকেট গ. ৩১০ প্যাকেট ঘ. ৪২০ প্যাকেট	৮. জনাব আকিজ ৩০০০ টাকার মূলধন এবং ১জন শ্রমিক নিয়োগ করে দৈনিক ২০০ প্যাকেট আচার তৈরি করেন। পরে তিনি অতিরিক্ত ১ জন শ্রমিক নিয়োগ দিলে আচারের উৎপাদন বেড়ে হয় ৪২০ প্যাকেট। উদ্দীপকে প্রান্তিক উৎপাদন কত? ক. ২০০ প্যাকেট খ. ২২০ প্যাকেট গ. ৩১০ প্যাকেট ঘ. ৪২০ প্যাকেট
বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে।	
৯. কোনটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য? ক. রাজনৈতিক অস্থিতিশীল খ. বৈদেশিক নির্ভরশীল গ. দক্ষ জনশক্তি ঘ. বাণিজ্য ঘাটতি	৯. কোনটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য? ক. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা খ. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা গ. দক্ষ জনশক্তি ঘ. বাণিজ্য ঘাটতি
বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।	
১০. বাজার ভারসাম্য অবস্থায়- ক. চাহিদা ও জোগান সমান খ. চাহিদা কম জোগান বেশি গ. চাহিদা বেশি জোগান কম ঘ. জোগান রেখা নিম্ন	১০. বাজার ভারসাম্য অবস্থায়- ক. চাহিদা ও জোগান সমান খ. চাহিদা কম জোগান বেশি গ. চাহিদা বেশি জোগান কম ঘ. জোগান রেখা নিম্নগামী
পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে।	
১১. কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা? ক. ব্র্যাক খ. প্রশিকা গ. ব্যুরো বাংলাদেশ ঘ. সোনালী ব্যাংক	১১. কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা? ক. ব্র্যাক খ. প্রশিকা গ. ব্যুরো বাংলাদেশ ঘ. স্বনির্ভর বাংলাদেশ
বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাচাক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে।	
১২. বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান কত ছিল? ক. ৩৪.৯৪% খ. ১২.৫১% গ. ১২.০৭% ঘ. ৩৬.০১%	১২. বাংলাদেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান কত ছিল? ক. ১২.০৭% খ. ১২.৫১% গ. ৩৪.৯৪% ঘ. ৩৬.০১%

বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হতে হবে।	
১৩. কোনটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য? ক. একজন মাত্র বিক্রেতা খ. দ্রব্যসমূহ সমজাতীয় গ. বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই ঘ. দ্রব্যসমূহ সদৃশ হলেও একটি অপরটি হতে পৃথক	১৩. কোনটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য? ক. একজন মাত্র বিক্রেতা খ. দ্রব্যসমূহ সমজাতীয় গ. বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই ঘ. দ্রব্যসমূহ গুণগতভাবে পৃথক
বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে।	
১৪. X দ্রব্যের বিক্রেতা তাঁর ইচ্ছেমত জোগান হ্রাস বৃদ্ধি করে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। X দ্রব্যটির বাজার কোন প্রকৃতির? ক. একচেটিয়া খ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক গ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক	১৪. X দ্রব্যের বিক্রেতা তাঁর ইচ্ছেমত জোগান হ্রাস বৃদ্ধি করে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। X দ্রব্যটির বাজার কোন প্রকৃতির? ক. একচেটিয়া খ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক গ. অলিগোপলি ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive পরিহার করতে হবে।	
১৫. মি. জাবেদ একজন ফুল চাষী। উৎপাদিত ফুল তিনি নিজ এলাকাতেই বিক্রয় করেন। এ বছর নববর্ষের দিনে বেশি চাহিদা থাকায় তিনি চড়া দামে ফুল বিক্রি করেন। বিকল্প উৎস না পেয়ে ক্রেতাগণ তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকের ফুলের বাজারকে বলা যায়- i. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ii. একচেটিয়া বাজার iii. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii	১৫. মি. জাবেদ একজন ফুল চাষী। উৎপাদিত ফুল তিনি নিজ এলাকাতেই বিক্রয় করেন। এ বছর নববর্ষের দিনে বেশি চাহিদা থাকায় তিনি চড়া দামে ফুল বিক্রি করেন। বিকল্প উৎস না পেয়ে ক্রেতাগণ তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকের ফুলের বাজারকে বলা যায়- i. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ii. একচেটিয়া বাজার iii. স্থানীয় বাজার নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
বিকল্প উত্তরে 'উপরের কোনটিই সঠিক নয়'-এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।	
১৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ খ. অবাধ প্রতিযোগিতা গ. ভোক্তার স্বাধীনতা ঘ. উপরের কোনোটিই নয়	১৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ খ. অবাধ প্রতিযোগিতা গ. ভোক্তার স্বাধীনতা ঘ. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
বিকল্প উত্তরে 'উপরের সবগুলো সঠিক'-এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।	
১৭. অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত কোনটি? ক. প্রতিরক্ষা খ. পেনশন গ. জনপ্রশাসন ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক	১৭. অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত কোনটি? ক. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খ. শ্রম ও জনশক্তি গ. জনপ্রশাসন ঘ. গৃহায়ন

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড-----

এসএসসি পরীক্ষা ২০... খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অর্থনীতি বিষয় কোড: ১৪১

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

দক্ষতার স্তর	অধ্যায়										মোট	শতকরা
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০		
উচ্চতর দক্ষতা												
প্রয়োগ দক্ষতা												
অনুধাবন দক্ষতা												
জ্ঞান দক্ষতা												
মোট												

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড -----
 পরীক্ষার নাম----- ২০--- খ্রিস্টাব্দ
 বিষয়: অর্থনীতি বিষয় কোড: ১৪১

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর (Answer Key) উপস্থাপনের নমুনা ছক

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key	এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key
১	গ	১৬	খ
২	খ	১৭	খ
৩	গ	১৮	গ
৪	ঘ	১৯	ঘ
৫	গ	২০	গ
৬	ঘ	২১	ক
৭	ক	২২	খ
৮	গ	২৩	ক
৯	ক	২৪	খ
১০	ঘ	২৫	ক
১১	গ	২৬	খ
১২	ঘ	২৭	ক
১৩	গ	২৮	ক
১৪	ঘ	২৯	খ
১৫	খ	৩০	খ

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: অর্থনীতি বিষয় কোড: ১৪১

১. রিয়াদ সাহেব একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি যশোরের গদখালি অঞ্চল থেকে কম দামে ফুল কিনে খুলনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুলের দোকানে বেশি দামে বিক্রয় করেন। প্রত্যাশিত লাভ হওয়ায় ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজেই একটি বড় ফুলের দোকান দেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেন। কাজের সুবিধার জন্য তিনি শ্রমিকদের বিভিন্ন দলে ভাগ করেন। কোনো দল ফুল সংগ্রহ করে, কোনো দল ফুল বাছাই করে, কোনো দল ফুলের ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে। যে শ্রমিক যে কাজে পারদর্শী তাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করেন এবং তাদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি সবাইকে সতর্ক করে বলেন, কেউ কোনো অবস্থাতেই নিজে নিজে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।
 - ক. উৎপাদন কী? ১
 - খ. প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় অর্থের মাধ্যমে হিসাবযোগ্য নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
 - গ. রিয়াদ সাহেব ফুলের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
 - ঘ. উৎপাদনের উপাদান হিসেবে রিয়াদ সাহেবের ভূমিকা চিহ্নিতপূর্বক তার কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪
২. জামান সাহেব কিছু ফল কিনতে গিয়ে দেখলেন শত শত মানুষ ফজলি আমের ঝুড়ি নিয়ে বিক্রয়ের অপেক্ষা করছে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, তার মত প্রচুর ক্রেতা বিভিন্ন দোকান ঘুরে দাম যাচাই করে আম ক্রয় করছেন। জামান সাহেব নিজেও বিভিন্ন দোকান ঘুরে আমের দাম যাচাই করে আম কিনলেন। অপরদিকে, ড্রাগনফল ক্রয় করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, এখানে চার জন বিক্রেতা। প্রতিটি দোকানেই প্রতি কেজি ড্রাগন ফলের দাম ৩০০ টাকা চাওয়া হচ্ছে। ক্রেতারা দাম কমানোর চেষ্টা করলেও বিক্রেতাদের একজন যে দাম নির্ধারণ করছে অন্য বিক্রেতারাও সেই দাম অনুসরণ করছে। জামান সাহেব ৩০০ টাকায় ১ কেজি ড্রাগনফল কিনলেন।
 - ক. অর্থনীতিতে বাজার কী? ১
 - খ. 'উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা সকল বাজারে থাকে না।' ব্যাখ্যা করো। ২
 - গ. উদ্দীপকের ড্রাগনফলের বাজারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
 - ঘ. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উদ্দীপকের আমের বাজারটি কোন ধরনের? ক্রেতার স্বার্থ বিবেচনায় তুমি উদ্দীপকের কোন বাজারটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

অথবা, প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উদ্দীপকের আমের বাজারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। দীর্ঘকালে এই বাজারে ফার্মের পক্ষে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব নয় কেন? বিশ্লেষণ করো।
৩. দেশে সম্প্রতি মেট্রোরেলের অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনা বাবদ ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রত্যাশিত আয় ৬ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য ব্যয় ৭ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়।
 - ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
 - খ. চলতি বাজেট কেন প্রণয়ন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

অথবা, চলতি বাজেট প্রতি বছর পুনরাবৃত্তি হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

 - গ. ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
 - ঘ. আয় ব্যয়ের ভারসাম্যের ভিত্তিতে উদ্দীপকের বাজেটটির ধরন উল্লেখপূর্বক তা বাংলাদেশের জন্য যথার্থ বলে তুমি মনে কর কি? যুক্তি দাও। ৪

৪. মি. বাবুল ৩টি পোশাক কারখানার মালিক। তার বড় ছেলে আসিফ একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণিতে পড়ছে। এ বছর তার ছোট ছেলে একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনি 'ক' দেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখলেন সেখানে তার মত যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্রদের জন্য ব্যয়ের বিধান রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে তিনি লক্ষ্য করলেন, সেখানে বস্তিবাসী বা চরম দরিদ্র মানুষ নেই বললেই চলে।

- ক. বেকার কাকে বলে? ১
খ. দুস্থাপ্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লেখিত মি. বাবুলের দেশের অর্থব্যবস্থা একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা।' দেশটির অর্থব্যবস্থা চিহ্নিতপূর্বক বিবৃতিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫. মাসুদ সাহেব তার শ্রেণিতে জনি এবং রনিকে জাতীয় আয় পরিমাপের নমুনা হিসেবে দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে বললেন। রনি একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে জানতে পারে এ বছরে তারা শ্রমিকের পারিশ্রমিক হিসেবে ৫ কোটি টাকা, কারখানার ভাড়া বাবদ ২ লক্ষ টাকা, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক সুদ হিসেবে ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে এবং কোম্পানির মালিক পক্ষ ১ কোটি টাকা লাভ হিসেবে গ্রহণ করেছে। রনি সবগুলো উপাদান যোগ করে (৫কোটি+২ লক্ষ+২৫ লক্ষ+১ কোটি) হিসাব সম্পন্ন করে। অন্যদিকে, জনি একটি বিস্কুট কারখানায় গিয়ে দেখল কারখানাটি এ বছরে মোট ১০ হাজার কেজি আটা উৎপাদন করেছে এবং এ আটা ব্যবহার করে ২ লক্ষ প্যাকেট বিস্কুট উৎপাদন করেছে। জনি প্রতি কেজি আটার দাম ৩৫ টাকা এবং প্রতি প্যাকেট বিস্কুটের দাম ২৫ টাকা ধরে অর্থাৎ (১০০০০×৩৫+ ২০০০০০×২৫) হিসাব সম্পন্ন করে।

- ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. বিগত বছরের উৎপাদিত দ্রব্য বর্তমান বছরের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রনি কোন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনির জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যথার্থ বলে তুমি মনে কর কি? যুক্তি দাও। ৪
অথবা, জনির জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতিটি চিহ্নিতপূর্বক এর যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

৬. ক ও খ ব্যক্তির 'M' দ্রব্যের জোগানসূচি ও গ ব্যক্তির 'M' দ্রব্যের চাহিদাসূচি দেওয়া হলো-

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	ক বিক্রেতার জোগান (কুইন্টাল)	খ বিক্রেতার জোগান (কুইন্টাল)	গ ব্যক্তির চাহিদা (কুইন্টাল)
২৫	১৫০	১০০	২৫০
৩৫	২০০	১০০	২০০
৪৫	২৫০	১০০	১৫০

- ক. ভারসাম্য দাম কাকে বলে? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'গ' ব্যক্তির 'M' দ্রব্যের চাহিদা রেখা অংকন করো। ৩
ঘ. উভয় বিক্রেতার ক্ষেত্রে জোগান বিধি কার্যকর হয়েছে বলে তুমি মনে কর কি? জোগান বিধির আলোকে মতামত দাও। ৪

৭. সুমন ও সজীব কৃষি শ্রমিক। সুমন চলনবিল এলাকার ফসল উৎপাদনে দৈনিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক বন্যায় জমি তলিয়ে গেলে তার কোন কাজ থাকে না। প্রতি বছর যখনই বন্যা আসে তখন তার এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পার্ব্বর্তী গ্রামে জনাব কাসেম ৩ বিঘা জমি এবং ৩ জন শ্রমিক নিয়ে ভূট্টা চাষ করেন। গত বছর তিনি ১০০ মণ ভূট্টা উৎপাদন করেছিলেন। কৃষি শ্রমিক সজীব জীবিকার তাগিদে তাঁর কাছে কাজ চাইলে মানবিক দিক বিবেচনা করে আগের ৩ জন শ্রমিকের সাথে তাকেও নিয়োগ দেন। মৌসুম শেষে ফসল সংগ্রহ করে দেখা গেল এ বছরও ভূট্টার উৎপাদন ১০০ মণ হয়েছে।

- ক. দারিদ্র্যের দৃষ্টচক্র কাকে বলে? ১
খ. একটি দেশের জন্য দক্ষ মানবশক্তির জোগান থাকা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সুমন কোন ধরনের বেকার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ‘সজীব ভূট্টা উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে বেকার।’ তুমি কি বিবৃতিটির সাথে একমত? পাঠ্য বইয়ের সংশ্লিষ্ট ধারণার আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৮. ২০০৫ সালে মি. তাহমিদ ৪ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তিনি ১ বিঘা আয়তনের একটি মৎস্য খামার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। আরও খোঁজ নিয়ে দেখলেন এই টাকায় তিনি একটি মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করলেও প্রত্যাশিত লাভ হতে পারে। তার স্ত্রী পরামর্শ দিলেন দুটি খামার একসাথে চালু করার। মি. তাহমিদ বললেন, আমার হাতে যে টাকা আছে তাতে একসাথে দুটি খামার চালু করা সম্ভব না। অবশেষে, একটি মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করলেন।

২০০৭ সালে খামার থেকে আয় হয় ৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। উদ্বৃত্ত টাকা থেকে তিনি ২০ হাজার টাকা পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করেন এবং বাকী টাকা খামার সম্প্রসারণে ব্যয় করেন।

- ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. মধ্যবর্তী দ্রব্য কেন ভোগ্য দ্রব্য নয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ২০০৭ সালে মি. তাহমিদের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করো। ৩
ঘ. মি. তাহমিদের খামার স্থাপনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অর্থনীতির যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তা কি শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর

বিষয়: অর্থনীতি বিষয় কোড: ১৪১

১. রিয়াদ সাহেব একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি যশোরের গদখালি অঞ্চল থেকে কম দামে ফুল কিনে খুলনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুলের দোকানে বেশি দামে বিক্রয় করেন। প্রত্যাশিত লাভ হওয়ায় ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজেই একটি বড় ফুলের দোকান দেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেন। কাজের সুবিধার জন্য তিনি শ্রমিকদের বিভিন্ন দলে ভাগ করেন। কোনো দল ফুল সংগ্রহ করে, কোনো দল ফুল বাছাই করে, কোনো দল ফুলের ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে। যে শ্রমিক যে কাজে পারদর্শী তাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করেন এবং তাদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি সবাইকে সতর্ক করে বলেন, কেউ কোনো অবস্থাতেই নিজে নিজে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।
- ক. উৎপাদন কী? ১
- খ. প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় অর্থের মাধ্যমে হিসাবযোগ্য নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. রিয়াদ সাহেব ফুলের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উৎপাদনের উপাদান হিসেবে রিয়াদ সাহেবের ভূমিকা চিহ্নিতপূর্বক তার কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১ (ক). উৎপাদন কী?

১ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ক)	১	১	উৎপাদনের ধারণা/সংজ্ঞা লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (ক) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোন দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।

১ (খ). কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা উৎপাদনের কোন উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে? ব্যাখ্যা করো।

১ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (খ)	২	২	উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে কয়লাকে ভূমি হিসেবে উল্লেখ করে ভূমির ধারণা/সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		১	উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে কয়লাকে ভূমি হিসেবে উল্লেখ করতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (খ) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ ভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে। উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। কয়লা যেহেতু খনিজ সম্পদ যা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে।

১ (গ). রিয়াদ সাহেব ফুলের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছেন? ব্যাখ্যা করো।

১ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (গ)	৩	৩	স্থানগত উপযোগ চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে স্থানগত উপযোগের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে।
		২	স্থানগত উপযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		১	স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (গ). প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

রিয়াদ সাহেব ফুলের ক্ষেত্রে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছেন।

স্থানগত উপযোগ বলতে কোন দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে উপযোগ বৃদ্ধি করাকে বুঝায়। উদ্দীপকের রিয়াদ সাহেব যশোরের গদখালি অঞ্চল থেকে কম দামে ফুল কিনে খুলনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুলের দোকানে বেশি দামে বিক্রয় করেন। এভাবে যশোরের ফুল খুলনায় স্থানান্তরের মাধ্যমে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, রিয়াদ সাহেবের ফুলের ক্ষেত্রে স্থানগত উৎপাদন সৃষ্টি করেছেন।

১ (ঘ). উৎপাদনের উপাদান হিসেবে রিয়াদ সাহেবের ভূমিকা চিহ্নিতপূর্বক তার কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

১ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ঘ)	৪	৪	উদ্দীপকের আলোকে রিয়াদ সাহেবকে সংগঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সংগঠক হিসেবে রিয়াদ সাহেবের কার্যাবলির যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারলে।
		৩	সংগঠকের ধারণা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের আলোকে রিয়াদ সাহেবকে সংগঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে।
		২	উৎপাদনের উপাদান হিসেবে রিয়াদ সাহেবকে সংগঠক হিসেবে উল্লেখ করে সংগঠকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		১	উৎপাদনের উপাদান হিসেবে রিয়াদ সাহেবকে সংগঠক হিসেবে উল্লেখ করতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (ঘ). প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

উৎপাদনের উপাদান হিসেবে রিয়াদ সাহেব একজন সংগঠক। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করেন তাকে সংগঠক বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় ফুল ব্যবসায়ী রিয়াদ সাহেব ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে ফুলের দোকান চালু করেন। দোকান পরিচালনার জন্য তিনি ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং তাদের পারদর্শিতা এবং কাজের ধরন অনুযায়ী তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। অর্থাৎ, তিনি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন যা একজন সংগঠকের কাজ। তাই বলা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে রিয়াদ সাহেব একজন সংগঠক।

আমি সংগঠক হিসেবে রিয়াদ সাহেবের কার্যক্রম যথার্থ নয় বলে মনে করি। একজন দক্ষ সংগঠকের কিছু গুণাবলি থাকে যেমন- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি নির্ধারণ, কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার। উদ্দীপকে রিয়াদ সাহেব দোকান পরিচালনার জন্য ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং তাদের পারদর্শিতা ও কাজের ধরন অনুযায়ী তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। রিয়াদ সাহেব একজন সংগঠক হিসেবে বেশিরভাগ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেও তিনি কর্মীদেরকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেননি। অর্থাৎ, তিনি কর্তৃত্ব ও ভার বণ্টন করেননি। তাই একজন সংগঠক হিসেবে রিয়াদ সাহেবের কার্যক্রম যথার্থ নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: অর্থনীতি বিষয় কোড: ১৪১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১. সরকার অধিক পরিমাণ মুদ্রা ছাপালে তা ভোক্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করিতে পারে? ব্যাখ্যা করো।
২. সূর্যের আলোকে সম্পদ বলা যায় না কেন?
৩. গুড় দিয়ে পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে গুড় কোন ধরনের দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে? ব্যাখ্যা করো।
৪. 'দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকেই ভোগ বলা যায় না।' - ব্যাখ্যা করো।
৫. দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক কীরূপ? ব্যাখ্যা করো।
৬. কুমিল্লার রসমালাই ঢাকায় এনে বিক্রয় করলে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হবে? ব্যাখ্যা করো।
৭. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নির্ধারিত দাম একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা মেনে নিতে বাধ্য হয় কেন?
৮. ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে একটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৮০ হাজার কোটি ডলার। উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ে দেশটির মোট জনসংখ্যা ছিল ৮ কোটি। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি কত?
৯. দুই টাকার নোট দিয়ে মার্কিন ডলার ক্রয় করা যাবে না কেন?
১০. ব্যবসায়ীদের জন্য কোন ধরনের আমানত অধিক উপযুক্ত? কেন?
১১. ব্যাংকিং ও বিমা বাংলাদেশের সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত কেন? ব্যাখ্যা করো।
১২. অনুন্নত দেশে বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে কেন?
১৩. আবগারী শুল্ক আরোপ করা হয় কেন?
১৪. একটি দেশের সম্ভাব্য ব্যয় ৬৪ বিলিয়ন ডলার এবং সম্ভাব্য আয় ৬২ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করে জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেছে। দেশটির বাজেট কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো।
১৫. 'শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয় না।' ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর
বিষয়: অর্থনীতি বিষয় কোড: ১৪১

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নির্ধারিত দাম একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা মেনে নিতে বাধ্য হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

১নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশনা/রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১	২	২	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারলে।
		১	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা উল্লেখ করতে পারলে
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকে। একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান বাজারের একটা নগন্য অংশ মাত্র। ফলে বাজারের চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হলে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এককভাবে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

২. গুড় দিয়ে পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে গুড় কোন ধরনের দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে? ব্যাখ্যা কর।

২নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশনা/রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২	২	২	মধ্যবর্তী দ্রব্যের ধারণার আলোকে পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে গুড়কে কেন মধ্যবর্তী দ্রব্য বলা হবে তার ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		১	গুড় মধ্যবর্তী হিসেবে গণ্য হবে লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে গুড় মধ্যবর্তী দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে। যেসব উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত দ্রব্যের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। গুড় একটি উৎপাদিত দ্রব্য কারণ এটি আখ বা খেজুরের রস থেকে উৎপাদন হয়। আবার পিঠা তৈরির সময় গুড় পিঠার উপাদানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে গুড় মধ্যবর্তী হিসেবে গণ্য হবে।

৩. ‘শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয় না।’ ব্যাখ্যা কর।

৪নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশনা/রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩	২	২	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাসহ উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		১	শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

৪নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুটি পৃথক ধারণা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন যেমন নাগরিকদের ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকে বুঝায়। কাজেই বলা যায়, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয় না।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ জুন ২০০৭

নং শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯—দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে গত ১২-৭-২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৬০ প্রজ্ঞাপনমূলে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক স্তরে (৯ম শ্রেণীতে) একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং আগামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচির প্রচার ও উদ্বুদ্ধ করণার্থে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক পত্র দেন। একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্রে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়।

২। অনিবার্য কারণে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৪ আগস্ট ২০০৬ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/

(৬১৪৭)

মলা : টাকা ২.০০

সেসিপ/২০০৪/১১৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ—

- (১) এস.এস.সি পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে, তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

- (চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।
- (ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।
- (২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.এস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন প্রশ্নের ধরণে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।
- (৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।
- (৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- (৬) প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সাথে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক)।

১, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০০৮

নং- শিম/শা: ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/ ২০০৪/৬৯৪--সংস্কারকৃত
কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত
বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের
শিম/শা:১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক স্মারকে
জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করা
হলো:

- ১) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি- “সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি”
হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ২) ২০১০ সাল থেকে ‘সৃজনশীল প্রশ্ন’ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র
বাংলা ১ম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা
গ্রহণ করা হবে।
- ৩) ২০১১ সাল হতে পূর্ণাঙ্গভাবে ‘সৃজনশীল প্রশ্ন’ পদ্ধতিতে
এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- ৪) চলতি বছর ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে
সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং
সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে
লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকেই ৮ম শ্রেণীতে ন্যূনতম
পরিসরে হলেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করতে
হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিশ্চিত
করবে।
- ৫) ২০০৯ সাল হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে
সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে।
- ৬) সমতার স্বার্থে এসএসসি’র সমপর্যায়ে মাদ্রাসা ও
কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় ২০১১ সাল থেকে ‘সৃজনশীল
প্রশ্ন’ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের
মাদ্রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
- ৭) এসএসসি পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের
এইচএসসি পরীক্ষা এবং একইভাবে সমমানের মাদ্রাসা
ও কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরীক্ষাতেও
সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হবে। মন্ত্রণালয়ের
কলেজ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে
এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৮) সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে রেডিও,
টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসইএসডিপি
প্রকল্প থেকে প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯) সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম
পরিচালনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য
এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে
স্থাপিত Bangladesh Examinations
Development Unit (BEDU) কে আরও
কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্প ও
শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষার্থীদের
নিকট আকর্ষণীয় এবং বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তক
প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

১১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেষণার জন্য এনসিটিবি এবং ঢাকা
শিক্ষা বোর্ড যৌথ উদ্যোগে একটি সেল গঠন করবে। এ
সেল সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আহ্বান ও যাচাই-বাছাইপূর্বক
একটি প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করবে।

২। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ ব্যতিত ০৬ জুন
২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯
সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বিধৃত অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।
পরিপত্রের বর্ণিত নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ,
সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ
কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয়
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট
ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর
ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ
যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

৩। এতদ্বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৯ জুলাই,
২০০৭ তারিখে শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৭/১৩১৫
সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি
করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

বাবলু কুমার সাহা
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(শাখা-১১)

নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪(অংশ)/৭০৯

তারিখঃ ১ জুলাই, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্নমুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক বা সমমানের স্তরে বিদ্যমান প্রশ্ন পদ্ধতির স্থলে 'সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি' প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে এস. এস. সি. পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিপূর্বেকার নির্ধারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি পর্যালোচনা করে সরকার উক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সংশোধিত সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করেছে:

- (ক) পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে;
- (খ) ২০১১ সালে উপরি-উক্ত বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়সহ সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন শাখায় (মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে, যথা:-

শাখা	বিষয়	
মানবিক শাখা	ভূগোল	সাধারণ বিজ্ঞান
বাণিজ্য শাখা	ব্যবসায় পরিচিতি	সাধারণ বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শাখা	রসায়ন বিজ্ঞান	সামাজিক বিজ্ঞান

- (গ) ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতির আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি বহাল থাকবে।

২। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল স্তরে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩। সকল শিক্ষা ধারায় (সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি) মাধ্যমিক বা সমমান স্তরে পূর্ণাঙ্গভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।


(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)

✓ উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০

তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪১৬
২২ মার্চ ২০১০প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১১ সালে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি পরীক্ষায় ৭টি বিষয় যথা : (১) বাংলা ১ম পত্র (২) ধর্ম (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) সামাজিক বিজ্ঞান (৫) ভূগোল (৬) রসায়ন ও (৭) ব্যবসায় পরিচিতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল পরীক্ষায় (১) বাংলা ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ)/৭০৯ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

২। ২০১২ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নোল্লিখিত অতিরিক্ত আরও ১১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়সমূহ যথা : (১) পদার্থ বিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞান (৩) ইতিহাস (৪) অর্থনীতি (৫) পৌরনীতি (৬) হিসাব বিজ্ঞান (৭) ব্যবসায় উদ্যোগ (৮) বাণিজ্যিক ভূগোল (৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১০) কৃষি শিক্ষা ও (১১) কম্পিউটার শিক্ষা।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় (১) রসায়ন (২) সামাজিক বিজ্ঞান ও (৩) কোরআন মাজিদ বিষয়সমূহের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে।

৪। গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় আসবে না।

৫। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত : ২২/০৩/২০১০

(সৈয়দ আতাউর রহমান)

সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায়

প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০/১(১৪)

তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪১৬
২২ মার্চ ২০১০অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

- (১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (২) প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- (৪) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- (৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- (৬) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (৭) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।
- (৮) ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
- (৯) অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
- (১০) ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক, বাংলা, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (গাজী ভবন, ৬ সি, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা)।
- (১১) প্রফেসর হাসপিয়া বশির উল্লাহ, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- (১২) জনাব রবিউল কবীর চৌধুরী, বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (১৩) গাজী মোঃ আহসানুল কবীর, পরামর্শক (কারিকুলাম), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোঃ আইয়ুব হোসেন)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০৭ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

সৃজনশীল প্রশ্ন	৬০
বহু নির্বাচনী প্রশ্ন	৪০
মোট	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে ইহা জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

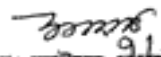
স্বাক্ষরিত : ০৭/০৬/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০৭ জুন ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মান্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৭। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৮। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
- ৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ----- (সকল অঞ্চল)।
- ১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।


(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮
২৩ জুন ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির গুনগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় (১) বাংলা প্রথমপত্র ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০১৪ সাল থেকে আলিম পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়টি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

২৩/০৬/২০১১

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮
২৩ জুন ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।

৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।

৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।

৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

৮। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)

উপ-সচিব (মাদ্রাসা)

৭১৬৪৭৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৩০৭

তারিখ : ২১ আষাঢ় ১৪১৮
০৫ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পৌরনীতি, রসায়ন এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৬০	৪০	-	১০০
রসায়ন	৪০	৩৫	২৫	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

তারিখঃ ০৫/০৭/২০১১

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা

(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৩০৭/১(৩২০৭)

তারিখ : ২১ আষাঢ় ১৪১৮
০৫ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৭। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----- (সকল)।
- ১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ----- (সকল অঞ্চল)।
- ১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

(নুমেরী আমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯

তারিখ : ২৬ মার্চ ১৪১৮
০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

বিষয়	সৃজনশীল (কঠোমোবদ্ধ) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান	৪০	৩৫	২৫	১০০
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	৬০	৪০		১০০
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ	৬০	৪০		১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্তির
জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাজপত্রের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

তারিখঃ ০৬/০২/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক

বাংলাদেশ ফরমুস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

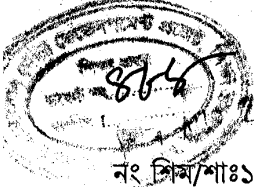
সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯

তারিখ : ২৬ মার্চ ১৪১৮
০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/জংপুর বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/খশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/
সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----- (সকল)।
- ১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ----- (সকল অঞ্চল)।
- ১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(মোহাম্মদ শাহিন উদ্দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫

তারিখঃ

০৪ শ্রাবণ ১৪১৮

১৯ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির গুণগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় (১) কম্পিউটার শিক্ষা, (২) পদার্থ বিজ্ঞান ও (৩) জীব বিজ্ঞান বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

১৯/০৭/২০১১

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫

তারিখঃ

০৪ শ্রাবণ ১৪১৮

১৯ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ

- ১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
- ৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৮। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর)

উপ-সচিব (মাদ্রাসা)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৮(অংশ-২)/ ৬৭৮

তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের জেএসসি/জেডিসি, ২০১৫ সালের এসএসসি/দাখিল এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

ক্রমিক	পরীক্ষার নাম	বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামো) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	মোট নম্বর	বাস্তবায়নকাল
১.	জেএসসি/জেডিসি	গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৪
২.	এসএসসি/দাখিল	গণিত ও উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৫
৩.	এইচএসসি/আলিম	উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৭

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৮/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/==

তারিখ: ১৯/০৯/২০১২

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৮(অংশ-২)/ ৬৭৮

তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(এ জেড এম নূরুজ্জামান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)

ই-মেইলঃ sas_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা-২০১৬ এবং দাখিল ও এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৭ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২। পরীক্ষার নাম, বাস্তবায়নকাল এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের নম্বর বিভাজন :

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন	বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
				তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
দাখিল	২০১৬	১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	পূর্ণনম্বর : ১০০	১০০	নাই	৪০	৬০
এইচএসসি	২০১৬	২. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
		৩. যুক্তিবিদ্যা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
		৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		৫. ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP). Sec-II MoE\Program.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন	বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
				উত্তরীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৬	৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৬০
		৭. ভূগোল	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৪০
		৮. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৬০
জালিম	২০১৬	৯. পদার্থবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৪০
		১০. জীববিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৪০
		১০. জীববিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৪০

D:\Shah Khundoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDF), Sec-11, Mol\Programn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
আলিম	২০১৬	১১. পৌরনীতি ও সুশাসন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
দাখিল	২০১৭	১৩. কৃষি শিক্ষা	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৪. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ৫০		-	২৫	২৫	-
এইচএসসি	২০১৭	১৬. কৃষি শিক্ষা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৭. পরিসংখ্যান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৮. মনোবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	১৯. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২০. শিল্প বিকাশ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২১. খাদ্য ও পুষ্টি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২২. গৃহব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২৩. শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছেদ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESIDP), Sec-11, Mof\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন	বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর বন্টন	
				তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	২৪. ইসলাম শিক্ষা	পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৪.২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

তারিখ : ১৯.১১.২০১৪

(মো. নজরুল ইসলাম খান)

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
- ২। প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (তঁার অধীন সকল আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
- ৬। যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৮। জেলা প্রশাসক, (সকল) (তঁার অধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
- ৯। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
- ১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (A1, DIA-SESDP). Sec-11. MoE\Proggapn.doc

১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

✓ ১৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।


(ক।উসার নাসরীন)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন : ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)

ই-মেইল : sas_sec2@moedu.gov.bd

নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৬.০০৭.২০১৬ -১১৪

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয় : পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা।

পাবলিক পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিটি বিষয়ে ১২ জন করে প্রধান পরীক্ষককে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০০ প্রধান পরীক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকদের সহায়তায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিদ্যমান কিছু সমস্যা সমাধান করে পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

১.০ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি এবং উত্তরপত্র বাছাই

- ১.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি-৮ অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্নপ্রশ্নোত্তর প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন। কোন কারণে প্রশ্নপত্র প্রশ্নোত্তর নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করে না থাকলে যেদিন যে বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানাবেন। উক্ত ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকের মধ্য থেকে ৩ জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics/Marking Scheme) ও নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করবেন এবং অপর ৩ জন Script Room থেকে তিন ধরনের (উত্তম, মধ্যম এবং দুর্বল মানের) উত্তরপত্র বাছাই করবেন। এ কার্যক্রমে বোর্ডসমূহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- ১.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট থেকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর এবং বাছাইকৃত তিন ধরনের উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনই বুঝে নেবেন।
- ১.৩ বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনার জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ মোট ২০ জনকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করবেন। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক পরিচালিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের উপর প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে শুধু প্রধান পরীক্ষকগণই আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের কম প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকসহ ২০ জনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে।
- ১.৪ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিটি উত্তরপত্রের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।
- ১.৫ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রতিটি নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

২.০ নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) কর্মশালা

- ২.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে ২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষককে নিয়ে দিব্যাপী নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনা করবেন। এ কর্মশালাসমূহ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত উত্তরপত্র মূল্যায়নের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।
- ২.২ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পূর্বে প্রধান পরীক্ষক প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরিমার্জন/পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হবে এবং উপস্থিত পরীক্ষকগণের মধ্যে নম্বর প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর বুঝে নেবেন।
- ২.৩ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে বুঝে নেয়া চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী ফটোকপি করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক এর সংখ্যা যদি ১০০ জন হয় তবে ১০০ কপি চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও উত্তরপত্র ফটোকপি করতে হবে।

চলমান পাতা/-২

৩.০ পরীক্ষকগণের ব্রিফিং (চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরের আলোকে)

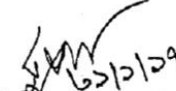
- ৩.১ প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষকগণের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণের দিন নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ২ জন প্রধান পরীক্ষক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর আলোচনা করবেন। এ জন্য বোর্ডসমূহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।
- ৩.২ এই ব্রিফিং-এর জন্য পর্যাপ্ত সময় (ন্যূনতম ৩ ঘণ্টা) বরাদ্দ করতে হবে।
- ৩.৩ ব্রিফিং-এ প্রতি পরীক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যারা অনুপস্থিত থাকবেন বোর্ড তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ৩.৪ প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকগণের মধ্যে (ক) উত্তরপত্র (খ) চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও (গ) নমুনা উত্তর বুঝিয়ে দেবেন।

৪.০ প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন

- ৪.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রধান পরীক্ষক তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের ১২% উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের ওপর একটি প্রতিবেদন উত্তরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন জমা দিয়েছেন।
- ৪.২ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পুনঃমূল্যায়নকৃত ১২% উত্তরপত্র বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৫.০ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের প্রতিবেদন

- ৫.১ সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ (৯টি বোর্ড) তাঁদের কাছে জমাকৃত প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ করবেন।
- ৫.২ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকার অধীন বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে প্রধান পরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করার নির্দেশনা দিবেন। উক্ত প্রতিবেদনে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষকগণের কাজের (Performance) প্রতিফলন থাকতে হবে।
- ৫.৩ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবেন।


(টোডুরী মুকাদ আহমদ)
অতিরিক্ত সচিব

চেয়ারম্যান

ঢাকা/কুমিল্লা/খশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়) :

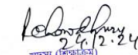
১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৩. যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/কুমিল্লা/খশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৬. ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা/কুমিল্লা/খশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৯. অফিস কপি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজন
(২০২৬ সালের পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয়	পূর্ণন ম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	বাংলা প্রথম পত্র	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ গদ্য অংশ থেকে ৪টি, কবিতা অংশ থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ গদ্য অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি, কবিতা অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ সহপাঠ (উপন্যাস অংশ থেকে) ৪টি বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। [প্রত্যেকটি প্রশ্নের ২টি অংশ থাকবে। ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।] বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। গদ্য অংশ থেকে ১৫টি, কবিতা অংশ থেকে ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
২.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১০০	রচনামূলক অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। রচনামূলক অংশ: ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টির মধ্য হতে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি): ২০ নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশের বাগধারা, বাক্য সংকোচন ও প্রবাদ-প্রবচন) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১ ✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	




সদস্য (শিক্ষা)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

৩.	গণিত	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।						
৪.	English 1st Paper	100	Skills/ Area	Marks	Test Item			Item Marks	
			Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7
					2.	Answering questions		2x5	10
					3.	Gap filling		1x5	5
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5
					5.	Writing summary		10	
					6.	Matching		1x5	5
					7.	Re-arranging sentences		1x8	8
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories	15		
					11.	Writing dialogues	15		
					Total			100	
৫.	English 2 nd Paper	100	Part-A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues	1x10	10	
					2.	Substitution table	1x5	05	
					3.	Right form of Verbs	1x10	10	
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex,	1x10	10	

সদস্য (সিউইউসি)
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষার বোর্ড
ঢাকা

					Compound)			
					5.	Tag questions	1x5	05
					6.	Suffixes and Prefixes	1x5	05
					7.	Preposition	1x5	05
					8.	Connectors/ Linking words	1x5	05
					9.	Punctuation and Capitalization		05
			Part B: Writin g	40	1.	Writing paragraph		10
					2.	Writing- E-mail/letter/application		10
					3.	Writing short composition		20
					Total			100
৬.	● বিজ্ঞান ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা ● অর্থনীতি ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা ● ভূগোল ও পরিবেশ ● ব্যবসায় উদ্যোগ ● ইসলাম শিক্ষা ● হিন্দুধর্ম শিক্ষা ● বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ● খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা	প্রতি টি বিষ য়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বি.দ্র. ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।					
৭.	হিসাববিজ্ঞান	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ২০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের নম্বর ২০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন থাকবে এবং একটিই উত্তর দিতে হবে। ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ৭টি থাকবে, ৫টি উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।					

২৫/১২/২৫
সদস্য (পরিদর্শন)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিষদ
ঢাকা

৮.	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যান্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৩টিসহ মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রতিটি অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ✓ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
৯.	● পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন ● জীববিজ্ঞান ● কৃষিশিক্ষা ● গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ: ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ): ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর বি.দ্র. এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।	
১০.	উচ্চতর গণিত		✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল): ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।	

২৫/১২/২৪
সদস্য (সিউজিইসি)
জাতীয় শিক্ষাবোর্ড ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

			✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তথ্যীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন): ৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তথ্যীয় অংশ (বহুনির্বাচনি): ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ: ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর: সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর: লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১১.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	৫০	তথ্যীয় ২০ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। তথ্যীয় অংশ ● অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট : ১০ নম্বর ● শ্রেণি অভীক্ষা : ১০ নম্বর ✓ কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শ্রেণি অভীক্ষাটির নম্বর বিবেচনা করতে হবে। ✓ কমপক্ষে ১টি অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। ব্যবহারিক অংশ ● খেলাধুলায় অংশগ্রহণ : ২০ নম্বর ● খেলাধুলায় পারদর্শিতা : ১০ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা ✓ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কমপক্ষে ১টি খেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ✓ মাঠে শিক্ষার্থীর খেলাধুলায় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
১২.	চারু ও কারুকলা	১০০	তথ্যীয় (৭৫ নম্বর) ১। বিষয়ভিত্তিক/বর্ণনামূলক ছবি অঙ্কন: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। $১৫ \times ১ = ১৫$ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ২। রেখাচিত্র: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। $১০ \times ১ = ১০$ ৩। মাপ অনুযায়ী নকশা এঁকে রং করা (সাদা-কালো) ৩টি বিষয় থেকে ১টি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। $১৫ \times ১ = ১৫$ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ৪। বর্ণনামূলক অংশ (চারুকলা থেকে ৩টি ও কারুকলা থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে) উভয় অংশ থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $৫ \times ৪ = ২০$	

সদস্য (নির্বাহী)
প্রাচীর পিত্তাম্বর ও পাঠ্যপুস্তক সেক্টর
ঢাকা

			৫। বহুনির্বাচনি অংশ: ১৫টি প্রশ্ন থেকে সবগুলো উত্তর দিতে হবে। $1 \times 15 = 15$ ব্যবহারিক (২৫ নম্বর) ১। ছবি আঁকা : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। $1 \times 10 = 10$ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ২। নকশা আঁকা: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। 10 (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ৩। মৌখিক 5	
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ ● ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর। ● সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। ব্যবহারিক অংশ ● যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/ প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/ পর্যবেক্ষণ/ শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর ● প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর ● মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা ● শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। ● সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। ● ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	
১৪	ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	✓ তত্ত্বীয় ৩০ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২০ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ ● শ্রেণির কাজ : ১০ নম্বর ● শ্রেণি অভীক্ষা : ২০ নম্বর ✓ কমপক্ষে ১টি শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে। ✓ কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শ্রেণি অভীক্ষাটির নম্বর বিবেচনা করতে হবে। ব্যবহারিক অংশ ● ব্যবহারিক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট : ২০ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা ● ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পুনর্নির্নাসকৃত পাঠ্যসূচিতে উল্লিখিত ব্যবহারিক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট থেকে ২টি কাজ সম্পন্ন করে ব্যবহারিকের নম্বর প্রদান করতে হবে।	

সদস্য (শিক্ষাবোর্ড)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

১৫.	● সংগীত	১০০	তৃতীয় অংশ (নম্বর-৩০) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ৮ (আট) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $৫ \times ২ = ১০$ রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন: ৪ (চার) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $২ \times ১০ = ২০$ ব্যবহারিক অংশ (নম্বর-৭০) ১/ ২টি খেয়াল পরিবেশন $১০ \times ২ = ২০$ ২/ পরিচয়সহ হাতে তালি দিয়ে তাল প্রদর্শন $১০ \times ১ = ১০$ ৩/ ৪টি বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন $১০ \times ৪ = ৪০$ বিঃদ্রঃ তৃতীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।	
১৬.	● আরবি ● সংস্কৃত ● পালি ● বেসিক ড্রেন্ড ● *শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (*শুধু বিকেএসপি এর জন্য)	১০০	● নম্বর বিভাজন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়নে প্রচলিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশনা ও নম্বর বিভাজন

(২০২৭ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয়	পূর্ণনম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	বাংলা প্রথমপত্র	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ৪টি, কবিতা থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ গদ্য ও কবিতা থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বর্ণনামূলক প্রশ্ন: ✓ সহপাঠ: উপন্যাস থেকে ২টি এবং নাটক থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্ন থাকবে। উপন্যাস থেকে ১টি এবং নাটক থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। [প্রত্যেকটি প্রশ্নের ২টি অংশ থাকবে। ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।] বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ১৫টি এবং কবিতা থেকে ১৫টি করে মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বি.দ্র. ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।	
২.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১০০	নির্মিতি অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। নির্মিতি অংশ: ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাব-সম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ রচনা (৩টি থেকে ১টি): ২০ নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (ব্যাকরণ অংশ) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১ ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	

০৭.০২.২০২৫
সচিব (বিষয়ভিত্তিক)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

৩.	গণিত	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ‘ক’ বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, ‘খ’ বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, ‘গ’ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং ‘ঘ’ বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।						
৪.	English 1st Paper	100	Skills/ Area	Marks	Test Item			Item Marks	
			Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7
					2.	Answering questions		2x5	10
					3.	Gap filling		1x5	5
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5
					5.	Writing summary		10	
					6.	Matching		1x5	5
					7.	Re-arranging sentences		1x8	8
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories	15		
					11.	Writing dialogues	15		
					Total			100	
৫.	English 2 nd Paper	100	Part-A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues	1x10	10	
					2.	Substitution table	1x5	05	
					3.	Right form of Verbs	1x10	10	
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex,	1x10	10	



Kelvin Denny
04.02.2025
সদস্য (বিজ্ঞান)
জাতীয় শিক্ষণীয় ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

					Compound)		
					5. Tag questions	1x5	05
					6. Suffixes and Prefixes	1x5	05
					7. Preposition	1x5	05
					8. Connectors/ Linking words	1x5	05
					9. Punctuation and Capitalization		05
			Part B: Writin g	40	1. Writing paragraph		10
					2. Writing- E-mail/letter/application		10
					3. Writing short composition		20
					Total		100
৬.	● বিজ্ঞান ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা ● অর্থনীতি ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা ● ভূগোল ও পরিবেশ ● ব্যবসায় উদ্যোগ ● ইসলাম শিক্ষা ● হিন্দুধর্ম শিক্ষা ● বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ● খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা	প্রতি টি বিষ য়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।				
৭.	হিসাববিজ্ঞান	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ২০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের নম্বর ২০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন থাকবে এবং একটিই উত্তর দিতে হবে ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ৭টি থাকবে, ৫টি উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।				
৮.	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২				

Kelvin Denny
04.02.2025
সিনিয়র শিক্ষক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও পটভুক্ত কর্ম
স্বাক্ষর

			এবং প্রতিটি বহনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যান্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৩টিসহ মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রতিটি অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ✓ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
৯.	● পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন ● জীববিজ্ঞান ● কৃষিশিক্ষা ● গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ: ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ): ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১০.	উচ্চতর গণিত		✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল): ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তত্ত্বীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন):	

০৪.০২.২০২৫
সহকারী (শিক্ষাবিভাগ)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও পটভূমিকা সেন্টার
ঢাকা

			৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তত্ত্বীয় অংশ (বহুনির্বাচনি): ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ: ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর; সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর; লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১১.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন): - শ্রেণির কাজ - অনুসন্ধানমূলক/ব্যবহারিক/কাজ/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট - শ্রেণি অভীক্ষা	
১২.	চারু ও কারুকলা	১০০	তত্ত্বীয় (৭৫ নম্বর) ১। বিষয়ভিত্তিক/বর্ণনামূলক ছবি অঙ্কন: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ২। রেখাচিত্র: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ × ১ = ১০ ৩। মাপ অনুযায়ী নকশা একে রং করা (সাদা-কালো) ৩টি বিষয় থেকে ১টি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ৪। বর্ণনামূলক অংশ (চারুকলা থেকে ৩টি ও কারুকলা থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে) উভয় অংশ থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৫ × ৪ = ২০ ৫। বহুনির্বাচনি অংশ: ১৫টি প্রশ্ন থেকে সবগুলো উত্তর দিতে হবে। ১ × ১৫ = ১৫ ব্যবহারিক (২৫ নম্বর) ১। ছবি আঁকা : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১ × ১০ = ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ২। নকশা আঁকা: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ৩। মৌখিক ৫	
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর।	

০৪.০২.২০২৫
সচিব (শিক্ষা)
জাতীয় শিক্ষার ও পটভূমিক সচিব

			● সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। ব্যবহারিক অংশ ● যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/ প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/ পর্যবেক্ষণ/ শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর ● প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর ● মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা ● শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। ● সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। ● ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	
১৪	ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন): ● শ্রেণির কাজ ● অনুসন্ধানমূলক/ব্যবহারিক/কাজ/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট ● শ্রেণি অভীক্ষা	
১৫.	● সংগীত	১০০	তথ্যীয় অংশ (নম্বর-৩০) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ৮ (আট) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $৫ \times ২ = ১০$ রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন: ৪ (চার) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $২ \times ১০ = ২০$ ব্যবহারিক অংশ (নম্বর-৭০) ১/ ২টি খেয়াল পরিবেশন $১০ \times ২ = ২০$ ২/ পরিচয়সহ হাতে তালি দিয়ে তাল প্রদর্শন $১০ \times ১ = ১০$ ৩/ ৪টি বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন $১০ \times ৪ = ৪০$ বিঃদ্রঃ তথ্যীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।	
১৬.	● আরবি ● সংস্কৃত ● পালি ● বেসিক ট্রেড ● *শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (*শুধু বিকেএসপি এর জন্য)	১০০	● নম্বর বিভাজন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়নে প্রচলিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	

বি.দ্র.: ২০২৭ সালে অনুষ্ঠেয় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচিতে অনুষ্ঠিত হবে।

০৪.০২.২০২৫

সচিব (শিক্ষাবোর্ড)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বন্টন

ক্রম	ক্ষেত্র/ কোর্সওয়ার্ক	নম্বর
১.	শ্রেণির কাজ	২০
২.	অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	১০
৩.	শ্রেণি অভীক্ষা	২০
	মোট	৫০

❖ শ্রেণির কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- প্রশ্নের উত্তর লেখা (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন)
- মৌখিক উপস্থাপনা
- ছবি, চিত্র, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র আঁকা
- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- ভূমিকাভিনয়
- ব্যবহারিক কাজ
- আরবি, সংস্কৃত ও পালি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি।

❖ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- শুধু মুখস্থনির্ভর নয় বরং শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন হাতে-কলমে কাজ, ব্যবহারিক কাজ, প্রজেক্ট তৈরি, মডেল তৈরি, অ্যাসাইনমেন্ট ও সীমিত পরিসরে অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা প্রভৃতি।

❖ শ্রেণি অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- লিখিত ও ব্যবহারিক কাজ
- লিখিত অংশের প্রশ্ন নির্বাচনধর্মী বা সরবরাহধর্মী-উভয়ই হতে পারে। যেমন-বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন, প্রেক্ষাপটনির্ভর রচনামূলক প্রশ্ন, ইত্যাদি।
- শ্রেণি অভীক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই ও শিখন ঘাটতি নিরূপণ করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাফল (Feedback) দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বল্প সময়ে (১০/১৫মিনিট) এ অভীক্ষা নেওয়া হবে। অভীক্ষা নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐ দিনের নির্ধারিত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তাই ঘটা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ও শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শ্রেণি অভীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এ উপলক্ষ্যে কোনোভাবেই কোনোরূপ ফি বা অর্থ নেওয়া যাবে না।

❖ মূল্যায়ন নির্দেশনা

ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অন্তর্ভুক্ত হবে না।



Redmond
04.02.2025
সদস্য (শিক্ষাবিদ)
জাতীয় শিক্ষণীয় ও পাঠ্যক্রম সচিব
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

সংশোধিত

দাখিল পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন
(২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (১০১)	১০০	ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০ বহনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [সুরা বাকারা থেকে ১৮টি, সুরা আলে ইমরান থেকে ১০টি, নির্বাচিত বিষয় থেকে ৬টি এবং তাজভিদ থেকে ৬টি সহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে] খ-বিভাগ, মান-৪০ আয়াতের অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। সুরা বাকারা থেকে ৪টি এবং সুরা আলে ইমরান থেকে ৩টিসহ মোট ৭টি প্রশ্ন থাকবে। সুরা আলে ইমরান থেকে কমপক্ষে ১টিসহ যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। (প্রতিটি প্রশ্নে ক-অনুবাদ, মান-৫, খ-শানে নুয়ুল/ব্যাখ্যা/আয়াত সংশ্লিষ্ট ছোট প্রশ্ন/তারকিব, মান-৩, গ-তাহকিক, মান-২) গ-বিভাগ, মান-১০ বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। নির্বাচিত বিষয় থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে; যেকোনো ২টির উত্তর দিতে হবে। ঘ-বিভাগ, মান-১০ বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তাজভিদ অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে; যেকোনো ২টির উত্তর দিতে হবে।	
২.	হাদিস শরিফ (১০২)	১০০	ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০ বহনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [হাদিস পরিচিতি ও উসূলে হাদিস অংশ থেকে ৫টি এবং হাদিস অংশ থেকে ৩৫টিসহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে] খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ৫০ হাদিসের অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। ৯টি প্রশ্ন থাকবে; ৫টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান- ১০। (প্রতিটি প্রশ্নে ক-অনুবাদ, মান-৫, খ-হাদিস সংশ্লিষ্ট ছোট প্রশ্ন/ব্যাখ্যা/তারকিব, মান-৩, গ-তাহকিক, মান-২) গ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ১০ ১- হাদিস পরিচিতি ও উসূলে হাদিস: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ২-হাদিস মুখস্থ লিখন (প্রশ্নে উদ্ধৃত হাদিস ব্যতীত যেকোনো ১টি): মান-৫	

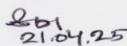
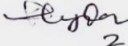
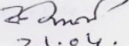
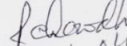
২১.০৪.২৫

২১.০৪.২৫

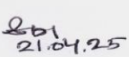
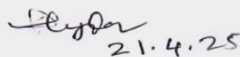
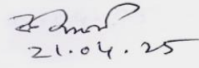
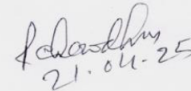
২১.০৪.২৫

২১.০৪.২৫

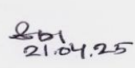
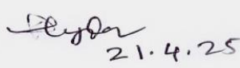
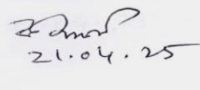
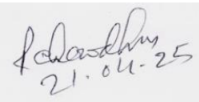
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
৩.	আরবি প্রথম পত্র (১০৩)	১০০	(الف) النص المدروس، الدرجات: 30 8 1- الأسئلة والأجوبة (أربعاً) : 2- الأسئلة المتعلقة بالنص (أربعاً) ترتيب الكلمات - صحيح وخطأ - تحويل العدد مع تكوين الجملة - الألفاظ المرادفة والمتضادة، استخراج الأفعال/ الأسماء مع التحويل، صوغ الحوار باستخدام الكلمات - الوصل بين المجموعتين) : 16 3- تحقيق الكلمات (ثلاثاً) : 6 (ب) النظم، الدرجات: 20 10 4- الأسئلة للأجوبة المفصلة (واحد من ثلاثة): 5 5- الأسئلة للأجوبة الموجزة (واحد من ثلاثة): 5 6- التشريع (واحد من ثلاثة) : (ج) اختبار المفردات، الدرجات: 30 10 7- إملأ فراغ الجمل الآتية مع القرائن (خمسة) : 10 8- إملأ فراغ الجمل الآتية بدون القرائن المتعلقة بالقواعد (خمسة) : 10 9- كتابة الترجمة إلى البنغالية من الكتاب المقرر (اثنين من ثلاثة): (د) اختبار الكتابة، الدرجات: 20 10 10- تكوين الحوار (واحد من اثنين) : 10 11- كتابة الفقرة على أساس الأجوبة من الأسئلة الآتية (واحد من اثنين)	
8.	আরবি দ্বিতীয় পত্র (১০৪)	১০০	(الف) القواعد واختبار القواعد: الدرجات: 55 10 1- الأسئلة للأجوبة الموجزة من قسم الصرف (اثنين من أربعة) : 20 2- الأسئلة للأجوبة الموجزة من قسم النحو (أربعاً من ستة) : 3- اختبار القواعد: (خمسة من ثمانية) : الدرجات: 25 (استخراج الاصطلاحات الصرفية والنحوية وتعيينها، إملأ الفراغ بالقرائن المتعلقة بالقواعد، محل الإعراب، تركيب الجملة، تغيير الجملة حسب القواعد، تصحيح، تشكيل، تعيين العامل والمعمول وغير ذلك): 25 (ب) الترجمة والإنشاء: الدرجات: 45 10 4- الترجمة من العربية إلى البنغالية (خمسة من سبعة) : 10 5- الترجمة من البنغالية إلى العربية (خمسة من سبعة) : 10 6- كتابة العريضة أو الرسالة : (واحد من اثنين) : 15 7- كتابة المقالة (واحد من ثلاثة) :	
৫.	আকাইদ ও ফিকহ (১৩৩)	১০০	ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [আকাইদ অংশ থেকে ১২টি, ফিকহ অংশ থেকে ১২টি, আখলাক অংশ থেকে ৮টি এবং উসুল অংশ থেকে ০৮টিসহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে]	

 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25

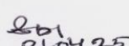
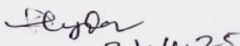
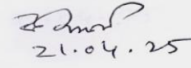
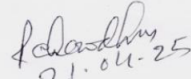
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ৬০ আকাইদ অংশের ২টি থেকে ১টি, ফিকহ অংশের ৩টি থেকে ২টি, আখলাক অংশের ২টি থেকে ১টি, উসুলুল ফিকহ অংশের ২টি থেকে ১টি এবং ইলমে ফিকহ ও উসুলে ফিকহের ইতিহাস অংশের ২টি থেকে ১টি করে মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে। ৬টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-১০	
৬.	ইসলামের ইতিহাস (১০৯)	১০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, মান-৩০ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১ সৃজনশীল প্রশ্ন, মান-৫০ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মান-১০ [‘ক’ বিভাগ (১ম অধ্যায়) থেকে ২টি, ‘খ’ বিভাগ (২য় অধ্যায়) থেকে ২টি, ‘গ’ বিভাগ (৩য় অধ্যায়) থেকে ২টি এবং ‘ঘ’ বিভাগ (৪র্থ অধ্যায়) থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।] সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, মান-২০ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-২	
৭.	মানতিক (১১২)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে, ২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১. নির্ধারিত পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৪টি এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদ থেকে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ২টি প্রশ্নসহ মোট ৬টি প্রশ্ন থাকবে; ৩টির উত্তর দিতে হবে। মান-৩৬ ২. ৪টি টীকা থাকবে; ২টির উত্তর লিখতে হবে।। মান-১৪	
৮.	উর্দু (১১৬)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ গদ্য থেকে ১২টি, পদ্য থেকে ১২টি এবং ব্যাকরণ থেকে ১১টি প্রশ্নসহ মোট ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে; ২৫টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান- ২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১। গদ্যাংশ, মান-১৩ ক) মাতৃভাষায় অনুবাদ (২টি অনুচ্ছেদ থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ খ) রচনামূলক প্রশ্ন (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ গ) ব্যাখ্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৩ ২। পদ্যাংশ, মান-১২ ক) মাতৃভাষায় অনুবাদ (২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৪ খ) রচনামূলক প্রশ্ন (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ গ) ব্যাখ্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৩ ৩। ব্যাকরণগত প্রশ্ন: (৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৮ ৪। বাংলা থেকে উর্দুতে অনুবাদ: ৫টি বাক্য থাকবে, ৩টির অনুবাদ লিখতে হবে), মান ৬ ৫। উর্দুতে দরখাস্ত/পত্র লিখন: (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৪ ৬। উর্দুতে রচনা লিখন: (৪টি বিষয় থাকবে ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৭	
৯.	ফার্সি (১২৩)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ গদ্যাংশ থেকে ১৪টি, পদ্যাংশ থেকে ১৪টি, ব্যাকরণ অংশ থেকে ৭টিসহ মোট ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে,	

 21.04.25
  21.04.25
  21.04.25
  21.04.25

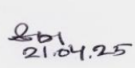
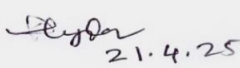
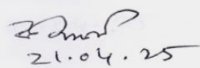
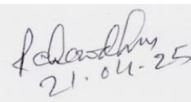
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১. গদ্যাংশ-১৫ ক) বড় প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ খ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (গদ্যাংশ): ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ২. পদ্যাংশ-১৫ ক) বড় প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ খ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (পদ্যাংশ): ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ৩. ব্যাকরণমূলক প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ৪. বাংলা থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ: ৮টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ ৫. ফার্সি ভাষায় রচনা লিখন: ৪টি উদ্ধৃতি থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫	
১০.	তাজভিদ নসর ও নজম (মুজাব্বিদ গ্রুপ) (১১৯)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/ এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে, ২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১. নসর অংশ থেকে ৬টি প্রশ্ন থাকবে, ৩টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৩৬ ২. নজম অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১৪	
১১.	কিরাতাতে তারতিল ও হাদর (মৌখিক) (১২০)	১০০	(ক) কিরাতাতে তারতিল, মান-৫০ বোর্ড কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষক মোট ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের তারতিলসহ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন। (খ) কিরাতাতে হাদর, মান-৫০ বোর্ড কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত পরীক্ষক ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের হাদরসহ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১২.	তাজভিদ (হিফযুল কুরআন) লিখিত-৭৫, মৌখিক-২৫ (১২১)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/ এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৩৬ ২৮টি প্রশ্ন থাকবে, ১৮টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৩৯ ১. নসর অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে। মান-২৬ ২. নযম অংশ থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১৩ মৌখিক পরীক্ষা, মান-২৫ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১৩.	হিফজুল কুরআন দাওর (মৌখিক) (১২২)	১০০	হিফজুল কুরআন মৌখিক পরীক্ষা, মান-১০০ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হিফজুল কুরআনের মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ১০টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের মুখস্থ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১৪.	বাংলা প্রথম পত্র (১৩৪)	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ৪টি, কবিতা থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে।	

 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25

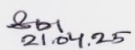
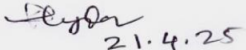
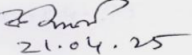
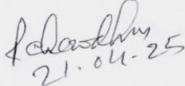
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			✓ গদ্য ও কবিতা থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ৮টি, কবিতা থেকে ৭ টি করে মোট ১৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যেকোন ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ১৫টি এবং কবিতা থেকে ১৫টি করে মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বি.দ্র.-২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি থেকে বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল এবং সংক্ষিপ্ত- উত্তর প্রশ্ন থাকবে।	
১৫.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র (১৩৫)	১০০	নির্মিতি অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। নির্মিতি অংশ: ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টির মধ্য হতে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি): ২০ নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (ব্যাকরণ অংশ) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
১৬.	গণিত (১০৮)	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে।	

 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন							মন্তব্য
			✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।							
১৭.	English 1st Paper (136)	100	Skills/ Area	Marks	Test Item				Item Marks	
			Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7	
					2.	Answering questions		2x5	10	
					3.	Gap filling		1x5	5	
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5	
					5.	Writing summary		10		
					6.	Matching		1x5	5	
					7.	Re-arranging sentences	1x8	8		
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)			2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)			2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories			15	
					11.	Writing dialogues			15	
			Total							
১৮.	English 2 nd Paper (137)	100	Part- A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues			1x10	10
					2.	Substitution table			1x5	05
					3.	Right form of Verbs			1x10	10
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex, Compound)			1x10	10
					5.	Tag questions			1x5	05
					6.	Suffixes and Prefixes			1x5	05
					7.	Preposition			1x5	05
					8.	Connectors/ Linking words			1x5	05
					9.	Punctuation and Capitalization				05
			Part B: Writing	40	10.	Writing paragraph			10	
					11.	Writing- E-mail/letter/application			10	
					12.	Writing short composition			20	
			Total							
১৯.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৪৩) পৌরনীতি ও নাগরিকতা (১১১)	প্রতি টি বিষ য়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।							

 21.04.25
  21.04.25
  21.04.25
  21.04.25

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
২০.	পদার্থবিজ্ঞান (১৩০) রসায়ন (১৩১) জীববিজ্ঞান (১৩২) কৃষিশিক্ষা (১১৩) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (১১৪)	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ: ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ): ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/ অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
২১.	উচ্চতর গণিত (১১৫)	১০০	✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল): ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তত্ত্বীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন): ৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তত্ত্বীয় অংশ (বহুনির্বাচনি): ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ: ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর; সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর; লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
২২.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা (১৪২)	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্ক ভিত্তিক মূল্যায়ন) ✓ শ্রেণির কাজ ✓ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	

 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			✓ শ্রেণি অভীক্ষা	
২৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৪০)	৫০	তথ্যীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তথ্যীয় অংশ ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর। - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। ব্যবহারিক অংশ - যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/পর্যবেক্ষণ/শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর - প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর - মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা - শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। - সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। - ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন।	
২৪.	কারিয়ার শিক্ষা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন) ✓ শ্রেণির কাজ ✓ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট ✓ শ্রেণি অভীক্ষা শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	

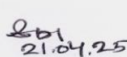
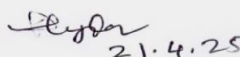
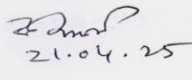
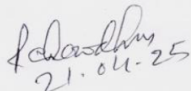
বি. দ্র.: ২০২৭ সাল থেকে দাখিল পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❖ ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন

ক্রম	ক্ষেত্র/ কোর্সওয়ার্ক	নম্বর
১.	শ্রেণির কাজ	২০
২.	অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	১০
৩.	শ্রেণি অভীক্ষা	২০
	মোট	৫০

❖ শ্রেণির কাজের অন্তর্ভুক্ত

- প্রশ্নের উত্তর লেখা (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন)
- মৌখিক উপস্থাপনা

- ছবি, চিত্র, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র আঁকা
- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- ভূমিকাভিনয়
- ব্যবহারিক কাজ
- আরবি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি।

❖ **অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত**

- শুধু মুখস্থনির্ভর নয় বরং শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন হাতে কলমে কাজ, ব্যবহারিক কাজ, প্রজেক্ট তৈরি, মডেল তৈরি, অ্যাসাইনমেন্ট ও সীমিত পরিসরে অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা প্রভৃতি।

❖ **শ্রেণি অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- লিখিত ও ব্যবহারিক কাজ
- লিখিত অংশের প্রশ্ন নির্বাচনধর্মী বা সরবরাহধর্মী-উভয়ই হতে পারে। যেমন-বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন, প্রেক্ষাপটনির্ভর রচনামূলক প্রশ্ন, ইত্যাদি।
- শ্রেণি অভীক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই ও শিখন ঘাটতি নিরূপণ করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বল্প সময়ে (১০/১৫মিনিট) এ অভীক্ষা নেওয়া হবে। অভীক্ষার নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐ দিনের নির্ধারিত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তাই ঘটা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ও শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শ্রেণি অভীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এ উপলক্ষ্যে কোনোরূপ ফি বা অর্থ নেওয়া যাবে না।

❖ **মূল্যায়ন নির্দেশনা**

ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

❖ **বিশেষ দৃষ্টব্য :**

১. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ও ভৌত অবকাঠামো বিবেচনা করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান উচ্চতর গণিত বিষয়ের বরাদ্দকৃত পিরিয়ড সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করে নিতে পারবে।

বিষয়ের কাঠিন্য বিবেচনা করে ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ ক্লাস রুটিনে টিফিন বিরতির পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

-০-

২০৮
২১.০৪.২৫

২১.০৪.২৫

২১.০৪.২৫

২১.০৪.২৫